ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 July 2021 ■ আগরতলা ১৮ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ১ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের আভাস, দৌড়ঝাপ শুরু

বিপ্লবেই আস্থা, মন্ত্রিসভায় রদবদল ও সম্প্রসারণ শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সমীকরণের দুয়ারে দাড়িয়ে ত্রিপুরা। কারণ, রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। স্বাভাবিকভাবেই দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে। তবে, বিপ্লবেই আস্থা রেখে রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল ও সম্প্রসারণ শীঘ্রই হচ্ছে। দিনভর তারই ছায়ানাট্য উঠে এসেছে। দিল্লিতে যখন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে দেখা রাজ্যের দাবি আদায়ে ব্যস্ত। রাজ্য মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে সস্ত্রীক পূজা দিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। বিকেলে নিজের বিধায়ক আবাসনে শনি পূজাও দিয়েছেন প্রায় ঘটা করে। অন্যদিকে, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ডাকে তাঁর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। আবার, বিদ্রোহী বিধায়ক আশীষ দাস সামাজিক মাধ্যমে ইঙ্গিতবহ বার্তা ছড়িয়েছেন। সব মিলিয়ে দিনভর আজ ত্রিপুরার রাজ্য রাজনীতি সরগরম ছিল। আগামী বুধবার পর্যন্ত এখন শুধুই অপেক্ষা। কারণ, আগামী সোমবার দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরছেন রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ন আর্য্য এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এরপরই পরিবর্তন দেখবেন রাজ্যবাসী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদলের প্রতিচ্ছবি ত্রিপুরায়ও দেখা যাবে। মোদী মডেলকে অনুসরণ করেই ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় রদবদল হতে চলেছে। মূলত, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বিপ্লব কুমার দেবকেই নেতা হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তুলে ধরবেন। স্বাভাবিকভাবে, তাঁর ইচ্ছাতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মন্ত্রিসভা রবদলে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো ছবি পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্তত, সাতজন নতুন মুখ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় দেখা যাবে শীঘ্রই। সাথে অধ্যক্ষের চেয়ারেও নতুন কাউকে আনা হচ্ছে। বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

দিল্লীতে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখে তাঁর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রদবদলের মডেল রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ২.০ সরকার আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিছু পুরনো নেতার বদলে নতুন মুখ এনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

প্রদেশ বিজেপি সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জাতীয় রাজধানীতে সফর এবং শীর্ষ নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক ফলপ্রসূ ছিল। তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সম্প্রসারণ ও রদবদলের জন্য সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে ফিরে আসার দিন-কয়েকের মধ্যেই মন্ত্রিসভায় রদবদল ও সম্প্রসারণের ঘোষণা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের আরও দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। তাই বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাদের মন্ত্রীর পদে সুযোগ দেওয়া হবে। বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকজন মন্ত্রীর সম্ভাব্য বাতিলেরও খবর রয়েছে। এমন-কি গত তিন বছরে নিজেকে সফল বলে প্রমাণ করেছেন যাঁরা, তাঁদেরকেই মন্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য সম্প্রসারণকে রাজ্য রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ আগামী ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উদয়পুরে মাতাবাড়িতে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন পুজা দিয়েছেন।

বর্তমানে ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় চারটি শূন্যপদ রয়েছে। সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তিনটি আসন শূন্য রাখা হয়েছিল। যদিও ২০১৯ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সুদীপ রায়বর্মণকে বহিষ্কারের পর আরও একটি শূন্য হয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বেশ কয়েকটি মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহ বিভিন্ন দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অনুসারী হয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিসভায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করবেন, না—আরও কিছুটা সময় নেবেন।

সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন হচ্ছেন না। আরও একজন মন্ত্রী অপেক্ষমান তালিকায় ঠাই পেয়েছেন। তেমনি শরিক দলেরও দুজনই থাকছেন। আইপিএফটি থেকে অতিরিক্ত কাউকেই মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে সাতজন নতুন মুখ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় দেখা যাবে। সূত্রের আরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসসি ও এসটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার ঃ মেবার কুমার জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। রাজ্যের জনজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এককালীন এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। কারিগরি, কৃষি, মৎস্য, আইন সহ মোট ১৭৬টি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার জন্য এককালীন অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে যাতে এই অংশের ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবে বঞ্চিত না হয় সে জন্যই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এই প্রকল্পের জন্য 'অনলাইন এপ্লিকেশন ওয়েব পোর্টাল'-র উদ্বোধন করে একথা বলেন।

এদিন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এল টি ডার্লং উপস্থিত ছিলেন। 'অনলাইন এপ্লিকেশন ওয়েব পোর্টাল'-র উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জমাতিয়া আরও বলেন, জনজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা আগের মত পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপও পাবে। জনজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পাবে তাদের জন্যই এই নতুন সহায়তা দেওয়া হবে। এই সহায়তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের www.twscholarship.com পোর্টালে অনলাইন আবেদন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, তাছাড়াও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইটেও দরখাস্ত করার সুযোগ থাকবে। রাজ্য সরকার অনুমোদিত কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতি-জনজাতির মিলন উৎসব ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় ঐতিহ্যবাহী খার্চি উতব করোনার প্রকোপে এবছরও আরম্ভরহীন ভাবেই শুরু হয়েছে। এই খার্চি উৎসবকে ঘিরে জাতি-জনজাতির মধ্যে বিপুল উতাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যেত। দুই বছর ধরে করোনা সমস্ত আনন্দোল্লাসে ভাটা পড়েছে।

প্রসঙ্গত, করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যবিধি ও সতর্কতা মেনে আজ থেকে পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খার্চি শুরু হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী এই পূজা চলবে ২৩ জুলাই পর্যন্ত। প্রধান পুরোহিত চন্তাইয়ের পরিচালনায় সকালে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্দশ দেববেবীর স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রা শেষে মন্দির চত্বর প্রদক্ষিণ করে চতুর্দশ দেবদেবীকে পূজার্চনার জন্য বাইরের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। আজ সকালে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন চতুর্দশ দেবতা মন্দির পরিদর্শন করেন।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গতকালও সন্ধ্যায় চতুর্দশ দেবদেবীর স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়। গতকাল সন্ধ্যায় চতুর্দশ দেবদেবীর স্নানযাত্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমল দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল মৃত্যু, স্বস্তি শুধুই সুস্থতায়

এই প্রথম সংক্রমনে শীর্ষে দক্ষিণ জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় কমল দৈনিক সংক্রমণ। কিন্তু বেড়েছে মৃত্যু। ২৪ ঘন্টার মিডিয়া বুলেটিন অন্তত তাই প্রমাণ করেছে। শুধু সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪৩০ জন করোনা আক্রান্ত, ২ জনের মৃত্যু এবং ৪১৬ জন সুস্থ হয়েছেন। এদিকে, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ এই প্রথম সংক্রমনে পশ্চিম জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সংক্রমনে প্রথমে এগিয়ে গেছে দক্ষিণ জেলা।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৮২৮ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৯২৫৬ জন মোট ১১০৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৪২ জন এবং রেপিড এন্টিজেনে ৩৮৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪৩০ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ৩.৮৮ শতাংশ। গতকাল ওই হার ছিল ৪.৪৪ শতাংশ এবং ১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

এদিকে, সুস্থতা বরাবরের মতই স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪১৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪২২১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৩২৯০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৮২৮১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৩.২৫ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার কমে হয়েছে ০.৯৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় ২ জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭২২ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে সিপিআইএম কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, নাশকতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ জুলাই।। রাজ্যে একের পর এক বিরোধী দলের অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দক্ষিণ জেলার ঋষ্যমুখ বিধানসভার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। নাশকতার আগুনে পুড়লো ঋষ্যমুখ বিধানসভার সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। এমনই অভিযোগ সিপিআইএমের। তাদের অভিযোগ দুস্কৃতিকারীরা এই দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন সহ পুলিশ । গতকাল রাত পৌনে দুইটা নাগাদ দুস্কৃতিকারীরা এই অগ্নিসংযোগ করে। দুস্কৃতিকারীরা প্রথমে দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে ।সব জিনিসপত্র একসাথে জড়ো করার পরেই আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে। সিপিএমের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করে শাস্তির দাবি জানিয়েছে সিপিএম। একের পর এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ উইকেন্ড কারফিউ অমান্য করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। একাংশের সচেতন মানুষের মধ্যে করোণা নিয়ে কোনো ভয়-ভীতি বা ভ্রুক্ষেপ নেই। উইকেন্ড কারফিউ অমান্য করে বিভিন্ন স্থানে বেপরোয়াভাবে মানুষ চলাচল করছে। এমনকি দোকানপাট খোলা হচ্ছে, কিছু কিছু যানবাহনও চলাচল করছে। এ-ক্ষেত্রে পুলিশও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই তৃতীয় ঢেউ আসছে পড়তে শুরু করেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাও করোনা মুক্ত নয়। বরং করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিশেযজ্ঞ দল রাজ্য সরকারের কাছে।

রাজ্যে করোনা ঠেকাতে ও মৃত্যুর লাইন যাতে দীর্ঘ না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। সে অনুযায়ী রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পথেই হাঁটছে। করোনার তৃতীয় ঠেকাতে শনিবার ভোর পাঁচটা থেকে সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত সারা রাজ্যে উইকেন্ড কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে রাজ্যের জনগণকে বাড়ি ঘর থেকে বের না হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিধি-নিষেধ প্রত্যেককে যথাযথভাবে মেনে চলতে বলা হয়। অথচ লক্ষনীয় বিষয় হলো একাংশের মানুষ উইকেন্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের হুরুয়া এলাকা থেকে গাড়িসহ এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। তার স্বীকারোক্তি বলে নেশা কারবারের মূল নায়ককে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

উত্তর জেলার ধর্মনগরে কুখ্যাত নেশাকারবাড়ির বাড়ি থেকে পাইকারী দরে ব্রাউন সুগার ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেএক যুবক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় দুই বাংলাদেশী যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ জুলাই।। বিলোনিয়া ভারত-বাংলা কাঁটাতারের সীমান্তবর্তী সাড়াসীমার এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি যুবককে আটক করলো ২০০ নং ব্যাটেলিয়ান সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। গত শুক্রবার রাতে তাদেরকে আটক করে নিয়ে আসা হয় সাড়াসীমা বিওপিতে। শনিবার বিকেলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা আটককৃত দুই বাংলাদেশি যুবককে বিলোনিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাইনি প্রথা প্রচলিত রয়েছে গ্রামপাহাড়ে জনজাতিদের একাংশ দ্বারস্থ হচ্ছে ওঝার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুলাই।। রাজ্যের জনজাতিদের একাংশের মধ্যে এখনো ডাইনি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ডাইনি ছাড়ানোর নামে ওদের কাছে দৌড়ঝাঁপ করে উপজাতিরা সর্বশান্ত হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের কাছে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের প্রথা এখনো বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

সভ্য সুশীল সমাজ ব্যবস্থায়" ডাইনি অপবাদ এখনও বিদ্যমান। এটি মূলত প্রত্যক্ষ করা যায় এরাজ্যের জনজাতিদের মধ্যে। এ থেকে নিস্তার পেতে ডাইনী আশ্রিত পরিবারের লোকজনরা ওঁঝার সন্ধানে দৌড়ঝাঁপ করে এ পান্ত থেকে ও প্রান্ত। বর্তমান ডিজিটাল যুগ বা বিজ্ঞানের যুগেও এমন করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মূলত এ রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা গুলোর জনজাতি অংশের মানুষজনদের মধ্যে এখনো শিক্ষার আলো যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই জনজাতিদের মধ্যে এখনো ডাইনি প্রথা অব্যাহত রয়েছে। ডটকমের যুগেও ডাইনি অপবাদে হামলা ও হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে।

এ অবস্থায় জনজাতি এলাকাগুলোতে এ বিষয়ে বিশেষ করে অসচেতন অশিক্ষিত জনজাতি জনগণকে সচেতন করতে সচেতনতা শিবির করা প্রয়োজন। এই ডাইনী বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের এক জনজাতি ভদ্রলোক জানান, কোনো মানুষের মধ্যে ডাইনী আশ্রিত হলে মানুষটি অখেলোভাব আসে, উদর ব্যথা, অট্টহাসি সহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের ধারণা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার শুরু হয়েছে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে খার্চি পূজা। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৬৮ ▫ ১৮ জুলাই ২০২১ ইং ▫ ১ শ্রাবণ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ডটকমের যুগেও ডাইনি অপবাদ

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার যুগেও রাজ্যের একাংশের উপজাতিদের মধ্যে কুসংস্কার এখনো বিরাজমান। ডাইনি অপবাদে নির্যাতন, মারধর, এমনকি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পর্যন্ত সংঘটিত হইতেছে। মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকার প্রত্যন্ত নোনাছড়া এডিসি ভিলেজে ডাইনি অপবাদে এক পর্বত দুহিতাকে বেধড়ক মারধর ও নির্যাতন করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, এক উপজাতি যুবতী অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা প্রচার করিতে থাকে ওই যুবতীকে নাকি ডাইনি ভর করিয়াছে। ডাইনি ভর করিলে নাকি ওঝা বৈদ্যর কাছে নিয়া যাইতে হয়। একমাত্র ওঝা বৈদ্যই নাকি ডাইনির কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। যুগাযুগ ধরিয়া উপজাতিদের মধ্যে এই ধরনের প্রচার চলিয়া আসিতেছে। সে অনুযায়ী নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের অসুস্থ যুবতীকে ওঝা বৈদ্যর কাছে নিয়া যাওয়া হইয়াছে। পূজা দিয়া নাকি ডাইনির কবল হইতে রক্ষা করিবেন। নোনাছড়ায় দেখা গেল এই ধরনের এক দৃশ্য। ভিডিও ক্যামেরা বন্দি দৃশ্যে দেখা গিয়াছে এক উপজাতি যুবক নিজেকে ওঝা বলিয়া দাবি করিয়া ঝাড়ফুঁক দিতে শুরু করিয়াছে। সন্দেহভাজন ডাইনি মহিলাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। যে যুবতীকে ডাইনি ভর করিয়াছে বলা হইতেছে সেই যুবতীকে ডাইনি নামধারী মহিলার কাছে ছুড়ে দেওয়া হইতেছে। ডাইনি নামধারী ওই মহিলাকে নানাভাবে নির্যাতন করিয়া ডাইনির আক্রোশ মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই ধরনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া রীতিমতো হতবাক হইতে হইয়াছে। কেননা আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ডট কম এর যুগে চিকিৎসকের কাছে রোগীকে না নিয়া ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ওইসব এলাকার উপজাতিরা এখনোএকমাত্র ওঝার উপর ভরসা রাখিতেছেন। এইখানেই সমস্যা।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগেও উপজাতিদের একাংশের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হইলেও তাদেরকে সচেতন করিবার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না। সরকারি উদ্যোগে যেমন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উপজাতীয় অংশের জনগণকে সচেতন করা হইতেছে না, ঠিক তেমনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলিও এই ক্ষেত্রে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতেছে না। ফলে উপজাতিদের মধ্যে ডাইনি প্রথার প্রচলন ও অপবাদ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগেও অব্যাহত রহিয়াছে। উপজাতিদের মধ্যে এখনও এই ধরনের প্রবণতা অব্যাহত থাক এবার অন্যতম কারণ হইলো তারা এখনো শিক্ষা দীক্ষায় ততটা উন্নত হইতে পারে নাই। শিক্ষার অভাবেই উপজাতিদের মধ্যে ডাইনি প্রথা ও ডাইনি অপবাদে নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে এই ধরনের প্রবণতা সত্যি লজ্জার। এর দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন, এবং প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এই বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। শুধুমাত্র প্রশাসনকে এইজন্য দায়ী করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। সমস্যা সমাধান করিতে হইলে সমস্যার মূলে যাইতে হইবে। গোড়ায় গলদ রাখিয়া মূল সমস্যার সমাধান করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন বিশেষ করিয়া উপজাতি জনগণকে আরো বেশি করিয়া শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মধ্য দিয়াই রাজ্যের উপজাতি উপজাতি অংশের মানুষের মধ্য থেকে ডাইনি প্রথা ও ডাইনি মতবাদ দূর করা সম্ভব হইবে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। সেই কারণেই রাজ্যের সহজ-সরল উপজাতিরা এখনো নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শুধুমাত্র শহর কিংবা শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কার আনিলে মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। সমস্যার সমাধান করিতে হইবে উপজাতিদেরকেও শিক্ষার আঙ্গিনায় আরো বেশি করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যন্ত এলাকায় যেভাবে শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে তাহাতে উপজাতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অগ্রসর হওয়ার বদলে আরও হইয়া যাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সরকার ও প্রশাসনকে উপজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করিয়া উপজাতিদের শিক্ষার অঙ্গনে যুক্ত করিতে হইবে। এই কাজে সকলকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই রাজ্যের উপজাতিদের ডাইনি প্রথা ও অপবাদ থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইবে।

ইদ উপলক্ষে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করে সমালোচনার মুখে কেরল সরকার

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম করোনা প্রভাবিত রাজ্য কেরল। তা সত্ত্বেও বকরিদ উপলক্ষে সেরাজ্যে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। যা নিয়ে রীতিমত সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনিতে বামেরা নিজেদের দাবি করে ধর্মনিরপেক্ষ বলে। তবে ইদে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করলেন এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম করোনা প্রভাবিত রাজ্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বকরিদ উপলক্ষে আগামী ১৮, ১৯ এবং ২০ জুলাই রাজ্যে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে। কেরল সরকার ঘোষণা করেছে, রাজ্যজুড়ে যে সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, তা চালু থাকবে। ব্যতিক্রম শুধু ১৮, ১৯ এবং ২০ জুলাই। অর্থাৎ রবিবার থেকে পরপর তিনদিন কেরলের সব বাজারঘাট খুলবে। যে সব এলাকায় ট্রিপল লকডাউন আছে, সেখানেও সোমবার দোকানপাট খুলবে। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে ৪০ জন করে মানুষ ধর্মীয় স্থানগুলিতে গিয়ে প্রার্থনাও করতে পারবেন। কেরল সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরনের দাবি, “কেরল সরকার লকডাউনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানছে না। বকরিদ এল আর অমনি লকডাউনে ৩ দিন ছাড় ঘোষণা করে দেওয়া হল। সরকারের কাছে আমার পরামর্শ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কাজ করুন। আইসিএমআর এবং ভারত সরকারের গাইডলাইন মেনে চলুন। এই মহামারীকে রাজনৈতিক সুবিধা তুলতে ব্যবহার করবেন না।” বস্তুত, এই মুহূর্তে দেশের মোট করোনা আক্রান্তের একটা বড় অংশ কেরলের। দেশজুড়ে তৃতীয় ঢেউ আসার আশঙ্কায় আলাদা করে কেরল সরকারকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও বামশাসিত কেরল কীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল বোধগম্য হচ্ছে না অনেকেরই।

ইদ উপলক্ষে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করে সমালোচনার মুখে কেরল সরকার

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম করোনা প্রভাবিত রাজ্য কেরল। তা সত্ত্বেও বকরিদ উপলক্ষে সেরাজ্যে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট সরকার। যা নিয়ে রীতিমত সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনিতে বামেরা নিজেদের দাবি করে ধর্মনিরপেক্ষ বলে। তবে ইদে লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করলেন এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম করোনা প্রভাবিত রাজ্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বকরিদ উপলক্ষে আগামী ১৮, ১৯ এবং ২০ জুলাই রাজ্যে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে। কেরল সরকার ঘোষণা করেছে, রাজ্যজুড়ে যে সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে, তা চালু থাকবে। ব্যতিক্রম শুধু ১৮, ১৯ এবং ২০ জুলাই। অর্থাৎ রবিবার থেকে পরপর তিনদিন কেরলের সব বাজারঘাট খুলবে। যে সব এলাকায় ট্রিপল লকডাউন আছে, সেখানেও সোমবার দোকানপাট খুলবে। শুধু তাই নয়, একসঙ্গে ৪০ জন করে মানুষ ধর্মীয় স্থানগুলিতে গিয়ে প্রার্থনাও করতে পারবেন। কেরল সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরনের দাবি, “কেরল সরকার লকডাউনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানছে না। বকরিদ এল আর অমনি লকডাউনে ৩ দিন ছাড় ঘোষণা করে দেওয়া হল। সরকারের কাছে আমার পরামর্শ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে কাজ করুন। আইসিএমআর এবং ভারত সরকারের গাইডলাইন মেনে চলুন। এই মহামারীকে রাজনৈতিক সুবিধা তুলতে ব্যবহার করবেন না।” বস্তুত, এই মুহূর্তে দেশের মোট করোনা আক্রান্তের একটা বড় অংশ কেরলের। দেশজুড়ে তৃতীয় ঢেউ আসার আশঙ্কায় আলাদা করে কেরল সরকারকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও বামশাসিত কেরল কীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল বোধগম্য হচ্ছে না অনেকেরই।

জনজাতি অধিকার রক্ষার আপোষহীন যোদ্ধা স্ট্যান স্বামী

দীপক সাহা

জনজাতি অধিকার আন্দোলনের আপোষহীন যোদ্ধা, আদিবাসীমুষদের অকৃত্রিম বন্ধু, প্রান্তজনের স্বার্থরক্ষায় সতত সরব জেসুইট পাদ্রী ফাদার স্ট্যান স্বামী আর আমাদের মধ্যে নেই। ৮৪ বছর বয়সী মানুষটিকে ২০২০ সালে ভীমা কোরেগাঁও মামলায় মাওবাদী সংযোগের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তিনি পারকিন্নস সহ নানান রোগের কারণে অসুস্থ ছিলেন। বারংবার জামিনের আবেদন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এই দোহাই দিয়ে অতিমারির সময়েও তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়নি। অভিযোগ জেলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না। আদিবাসী জনজাতি আন্দোলনের কণ্ঠস্বর স্ট্যান স্বামীকে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঠাণ্ডামাথায় খুন করা হল, এ দেশের স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এর নবতম উদাহরণ। ভীমা কোরেগাঁও মামলায় গ্রেফতারের দুই দিন আগে প্রচারিত একটি ভিডিওতে স্বামী বলেছিলেন, তাঁর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরকারের নীতিমালা বিরোধী মতবিরোধ জড়িত। তাঁর বক্তব্য, আমার সাথে যা ঘটছে তা আমার একার পক্ষে অনন্য কিছু নয়। এটি একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া যা সারা দেশে চলছে। আমরা সকলেই অবগত যে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী লেখক, কবি, কর্মী, ছাত্র নেত্রী তাদের অনেককে কারাগারের বন্দি করা হয়েছে কারণ তাঁরা ভারতের ক্ষমতাসীন শক্তি সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে বা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আমি এই প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে পেরে খুশি। আমি নীরব দর্শখ নেই, তবে এর জন্য যেকোনও মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত।

জেলবন্দি হওয়ার পর একাধিকাবার জামিনের আবেদন করে মেলেনি উত্তর। উল্টে গত আট মাসে ক্রমেই যেন আরও শক্ত হয়েছে গারদের বেড়াজাল। জেলে থাকার কারণে শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর আত্মীয় পরিজন ও মানবাধিকার রক্ষাকারীরা সরব হলেও সেসবে বিশেষ পাত্তা দেয়নি আদালত। অবশেষে অবস্থা হাতের বাইরে গেলে ৩০ মে পাটানো হয় মুম্বাইয়ের বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দীর্ঘ একমাস যমে-মানুষে টানাটানির পর অবশেষ ৫ জুলাই চিরিনিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন দেশের আদিবাসী আধিকার রক্ষার লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান মুখ স্ট্যান স্বামী। স্ট্যান স্বামীর মৃত্যু নিয়ে উত্তাল দেশ। অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, বাক স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা উচিত নয়। স্বভাবতই দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রবল চাপের মুখে মোদি সরকার। ছোটো থেকেই ভেদাভেদহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন ৮৪ বছরের অশীতিপর সমাজকর্মী ফাদার স্ট্যান স্বামী। আর ঠিক সেই কারণেই কখনও মাওবাদী যোগের অভিযোগ, আবার কখনও দেশদ্রোহীতার অভিযোগে হয়েছেন জেলবন্দি। উল্লেখ্য এই জেলেই তাঁর সঙ্গে এলগার পরিষদ মামলায় বন্দি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ভারাভারা রাও। কিন্তু এতকিছুর পরেও মাথা ঝোঁকাননি স্বামী। তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে অভিযোগ আনা হয়।দেওয়া হয় দেশগ্রেহীর তকমা। তা নিয়েও একবার এক বিদেশি সংবাদমাধ্যমের বিশেষ সাক্ষাতকারে স্ট্যান স্বামী কোনও রাখঢাক না রেখেই সাংবাদিকদের উল্লেশে বলেছিলেন, আপিন এই মুহূর্তে এখজন দেশদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলছেন। সরকার আমাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু, আমি সরকারে ভুল নীতির বিরুদ্ধে জনসংঘর্ষে সামিল। মানু,কে জাগিয়ে তুলেছি। তাই আমাকে অপরাধী বলে দেওয়া হয়েছে। স্বামীর এই একরোখা মনোভাব তাঁকে বরাবর আদিবাসীদেরকাছে জনপ্রয় করে তুলেছে। সেই সঙ্গে জল জঙ্গল জমি থেকে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, বিনা বিচারের আটক আদিবাসীদের জন্য আইনি লড়াই তাঁকে ক্রমেই দেশের জনজাতির ঘরের ছেলে করে দেয়। ছাত্র জীবনেই আদিবাসীদের সঙ্গে প্রথম আত্মীয়তা গড়ে ওঠে স্ট্যানের। ১৯৩৭ সালের ২৬ এপ্রিল স্ট্যাসিলাস লৌরদু স্বামী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে ছাত্রাবস্থায় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ফিলিপাইনে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন, যেখানে প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি একাধিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখোমুখি হন। পরে আরও পড়াশোনার সময়, তিনি ব্রাজিলিয়ান ক্যাথলিক আর্চবিশপ হল্ডার চামার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন, যার দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ তাকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের দিনগুলি থকেই আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মায় স্ট্যানের মনে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মিশে গেলেন আদিবাসীদের সঙ্গে। শিখলেন হো ভাষা। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুর সাপ্তাহিক হাটের বেচাকেনা দেখে বুঝলেন অর্থনৈতিক, সামাজিক বঞ্চনা, শোষণ কাকে বলে। তারপর থেকে আর ফেরা হল না। তারপর থেকে একটানা তিন দশক ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করে গিয়েছেন স্ট্যান। ১৯৯৬ সালে ঝাড়খণ্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট ইউরেনিয়াম রেজিয়েশন বা জোয়ার আন্দোলনে যোগ দিন স্ট্যান স্বামী। সেই সময় চাইবাসায় রেডিও অ্যাক্টিভ আকরিক বর্জ্য ফেলার একটি ড্যাম তৈরির বিরুদ্ধে লাগাতর সংগ্রাম চালাচ্ছিল আদিবাসীরা। সেই আন্দোলনে জয়ী হন তারা। পরবর্তীতে বোকারো, সাঁওতাল পরগনা, কোডারমা সহ বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসী অধিকার রক্ষার প্রশ্নে একেবর পর এক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এই সংগ্রামী মানুষটি।

এরপর ২০০১ সালে রাঁচি চলে আসেন। বাহাইচায় জেসুইট চার্চের ক্যাম্পাসে তৈরি করেন ট্রেনিং সেন্টার। অন্যায় অত্যাচার, উচ্ছদের বিরোধিতায় সিক্ষার পাশাপাশি আর্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার হাতে কলমে পাঠ দিতে থাকেন আদিবাসী ছেলেমেয়েদের। পাশাপাশি পরবর্তী দেশজুড়ে যত বেড়েছে আদিবাসী নিপীড়ন ততই বেড়েছে স্ট্যান স্বামীর জেদ। ক্রইে গোটা ভারতে জনজাতি সমসাময়িক জনজাতি আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠেন স্ট্যান। বেজে ওঠে সরকার বিরোধী,প্রতিষ্ঠান বিরোধী একের পর এক আন্দোলনের দামামা। বিনিময়ে আরবান নকশাল, মাওবাদী, উগ্রপন্থী তকমা দিয়ে একাধিকবার তাকে জেলে পুড়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্র। ৮৪ বছরের অসুস্থ স্ট্যান কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। না বিনা কিচিৎসায় মধ্য দিয়ে বিলম্বিত চিকিৎসার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের আড়ালে স্ট্যান স্বামীকে ভারতীয় রা,ট্র হত্যা করল। গ্রেফতারপ থেকে প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়াটাই শাস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ এর জন্য দায়ী এই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার যুগলবন্দী নীতি ন্যায়, সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়াতে এনারা বেকসুর নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। অতএব, ছেড়ো না, জেলেই পচিয়ে মার। স্ট্যান স্বামী তার সর্বশেষ শিকার। এই সমস্ত ইউএপিএ, এনআইএ যতদিন এই ঔপনিবেশিক আইড় থাকবে, ততদিন রাষ্ট্র নির্বিচারে হত্যা করে যাবে আর আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে যাব। স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী। কারণ আমরা প্রশ্ন করাকে এড়িয়ে গিয়েছি অথবা আমরা যথেষ্ট প্রশ্ন করিনি, তুলিনি সঠিক আওয়াজ যতটা তুললে এই হত্যাগুলো বন্ধ হতে পারত। ফাদার স্ট্যান স্বামী রাঁচির একটি মিশনারি আবাসিক স্কুলের প্রধান ছিলেন। সম্ভবত সেই প্রথম খ্রিস্টান মিশনারি যেখানে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যীশু নয়, বীরসা মুন্ডার মূর্তি। কিন্তু বীরসার লড়াইয়ের ইতিহাস তো রাষ্ট্র আমাদের ভোলাতে চায়। রাষ্ট্র তো মুছে দিতে চায় আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস, সমস্কৃতি সমাজকে। তাহলে স্ট্যান স্বামীর এই কাজ রাষ্ট্রে পছন্দ হবে কেন? হবে না বলেই আজকেতর স্ট্যান স্বামী রাষ্ট্রে চোখে দেশদ্রোহী হয়েছিলেন। দেশেদ্রোহের পরিণতিতে রাষ্ট্র আজ তাকে হত্যা করল। মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের সর্বস্বটুকু দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ করে গিয়েছেন দেশের জনজাতি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান এই মুখ। তালোজা কেন্দ্রীয় কারগারে বন্দি থাকাকালীন,তাঁর জেসুইট সহকর্মীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে স্বামী বন্দীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ছিটিটি শেষ করে বলেছিলেন তবে আমরা এখনও কোরসা গাইব। একটি খাঁচা পাখি এখনও গান করতে পারে। স্ট্যান স্বামীর দৈহিক বিদায় হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু নেই। রাষ্ট্র যতই নিপীড়নের শৃঙ্খল কঠোর করংক না কেন স্ট্যান স্বামীরা ততদিন মানবাধিকারের পক্ষে কোরাস গাইবেন যতদিন শোষণহীন ভেদাভেদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নদীর সাথে একটি দিন

সুখেন্দু হীরা

ছেলেবেলায় নদী বলতে শুধু গঙ্গা নদীকেই চিনতাম। আমার বড় হয়ে ওঠা হুগলি তথা গঙ্গানদীর তীরবর্তী এক গ্রামে। সে তখন নামেই গ্রাম ছিল, বহিরঙ্গ হয়ে গেছিল নগর। বাকি নদীগুলোর সঙ্গে পরিচয় ভূগোল বইতে। ভূগোল বইয়ে ম্যাপ দেখতে এই জন্য ভালো লাগতো, কারণ তাতে নদীর গতিপথ দেখা যেত। ম্যাপে নদীর গতিপথ দেখতে দেখতে আইম যেন হারিয়ে যেতাম নদীর স্রোতের সঙ্গে। এর মধ্যে থেকে একটি নদী আমায় ছোটবেলা থেকে খুব টানত, সেটা হল রূপনারায়ণ। যদিও রূপানারায়ণ নদী নয় ‘নদ’। বইতে পড়েছিলাম দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতীর মিলিত ধারার নাম রূপনারায়ণ। দ্বারকেশ্বর হল নদ আর শিলাবতী নদী। একজন পুরুষ আর একজন নারী। আমি কল্পনা করতাম, এদের বিবাহের পর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে যার নাম রূপনারায়ণ। সেই পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার তিলাই পাহাড়ের ঢল থেকে নেমছে দ্বারকেশ্বর। তাই দ্বারকেশ্বরের আরেক নাম ঢলকিশোর বা ধলকিশোর। তারপর বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর পেরিয়ে রূপানারায়ণ নাম নিয়ে হাওড়ায় ঢুকে গঙ্গা পড়েছে। আর শিলাবতীর জন্ম সেই পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানারই বড়োগ্রামের কাছে চকগোলালপুর গ্রামে। বনজঙ্গল পেরিয়ে প্রবেশ করেছে বাঁকুড়ায়। তারপর মেদিনীপুর। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের কাছে এসে মিলিত হয়েছে দ্বারেকেশ্বরের সঙ্গে। এরা পুরুলিয়ায় একই থানার অধীনে ছিল, তখন একে অন্যকে চিনত না। পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে কত পথ পেরেয়ি তারা সমতলে মিলিত হল। অথচ পুরুলিয়ায় তারা বেশ কাছাকাছি ছিল। এসব ভেবে শুধু মন উদাস হত।

রূপানারায়ণ নামটা কী সুন্দর। যার নামেই এত রূপ, তাকে দেখতে না জানি কত সুন্দর হবে। ছোটবেলায় শুনতাম সবাই কোলাঘাটে পিকনিক করতে যায়। এই কোলাঘাট রূপনারায়ণের ধারে আহা সেই পিকনিক কত না মনোরম হবে। জীবনে প্রথম যখন রূপনারায়ণ দেখার সৌভাগ্য হল, তাও সেটা রাতের অন্ধকারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দঙ্গল বন্ধু মিলে পুরুলিয়ার মাঠা পাহাড়ে ট্রেকিংয়ে গেছিলাম। ধরতে হয়েছিল আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার। সেটা তখন রাত দশটা পঞ্চাশে হাওড়া ছাড়ত। কোলাঘাট স্টেশনের আগে রেলগাড়ি রূপনারায়ণ পেরোলো প্রবল ঝমঝম শব্দে। ট্রেনের জানলা দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে যতটুকু রূপনারায়ণের রূপ নেওয়া যায়। সেতু পেরিয়ে যাওয়ার পর অদ্ভুত নীরবতা। মনে পড়ে গেল কিন্নর রায়ের ছড়া-

‘রেল ঝমঝম বসে গম গন/ পেরোই কালাঘাট’। এই রূপনারায়ণেণ ধারে গোটা দিন কাটানোর একটা দিন রূপনারায়ণকে দেখবো। লোভ সামলাতে পারলাম না। দিনটি ছিল ২০১১ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। জ্যোৎস্না রাতের রূপনারায়ণ কতই না অপরূপ হবে, এই সব ভেবে আমরা রওনা দিলাম ঝুমঝুমি গ্রামে এই গ্রামে দীনেশদার শ্বশুরবাড়ি। মানে পূর্ণিমা বৌদির বাপের বাড়ি। ঝুমঝুমি গ্রামে রূপনারায়ণের ধারে। এখানে রূপনারায়ণ নাকি সবচেয়ে চওড়া। বইতে পড়েছিলাম কোলাঘাটের পর কোথাও কোথাও রূপনারায়ণের বিস্তার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি রূপ নিয়েছে মিনি সমুদ্রের। তখন কোজাগরী পূর্ণিমার জন্য ছিল ভরা কোটাল। নদ সত্যি সত্যি সমুদ্রের রূপ নিয়েছিল।

আমরা সাত সকালেবেরিয়ে উলুবেড়িয়া, গড়চুমুক, বেলপুকুর হয়ে হাজির হলাম অনন্তপুর গ্রামে। আমাদের গাড়ি গিয়ে থামল সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলের কাছে। সিদ্ধেশ্বরী কটন মিলন নিয়ে দু-চার কথা বলতে হয়। সিদ্ধেশ্বরী কটন মিল, সিদ্ধেশ্বরী টটাইল বাঙালির গর্ব করার মতো জিনিস ছিল বাঙালির শিল্প প্রচেষ্টা তো বিশেষ দেখা যায় না। সেটাই এই প্রত্যন্ত ও মল্লিক। অর্থাৎ ভূতনাথ মান্না, বামাচরণ মন্ডল ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। পরামর্শদাতা ছিলেন সরোজ কুমার মন্ডল। স্বাধীনতার পর শ্যামপুরের দ্বিতীয় বিধায়ক ছিলেন মুরারি মোহন মান্না। তিনি ১৯৬২ সালে বিধায়ক হন। তার আগে দুবারে বিদায়ক ছিলেন শশবিন্দু বেরায় মুরারি মোহনের পিতা ছিলেন এলাকার অর্থশালী এবং উদ্যোগী পুরুষ। এই অঞ্চলের লোকেদের তখন তমলুকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লোকসভা কেন্দ্রও ছিল তমলুক। সরোজ মন্ডলের পিতা ছিলেন তমলুক কোর্টের আইনজীবী। সরোজ মন্ডলের পিতার সঙ্গে মুরারি মোহনের পিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিল। সরোজ মন্ডলের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। তারপর সরোজ মন্ডল হাওড়া চলে আসেন। সরোজ মন্ডলের পরিকল্পনা এবং মুরারি মোহনের পিতার উদ্যোগে পরিকল্পনা এবং মুরারি মোহনের পিতার উদ্যোগে প্রথমে গড়ে ওঠে সিদ্ধেশ্বরী রাইস মিল। সেটি ১৯৩৮ সাল। ১৯৫৫ সালে কটন মিল এবং ১৯৫৬ সালে টেক্সটাইল। টেক্সটাইল এখন আর মান্না মন্ডল ও মল্লিকদের হাতে নেই। কটন মিল এখনও চালু আছে। তবে সেই অতীতের জৌলুস আর নেই। সিদ্ধেশ্বরী মিলের উপর নির্ভর ছিল এতদ অঞ্চলের লোকজন। এলাকার উন্নয়নে মিল তৈরি করেছিল হাইস্কুল, অনন্তপুর সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় এবং বেলপুকুর কলেজ, শামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহা বিদ্যালয়। এলাকাবাসী সরোজ মন্ডলের অবদান ভোলেননি। মিলের মাঠে সরোজ মন্ডলের আবক্ষ মূর্তি আছে। গ্রামের প্রচুর লোক কাজ করতেন মিলে। এজন্য গ্রামবাসীদের জন্য নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করত মিল কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে একটি ছিল শিবরাত্রির সময় দশমহাবিদ্যার পূজা। লোকে মুখে বলে কালীর মেলা। কটন মিলের পৃষ্ঠপোষকতায় খুব জাঁকজমক ভাবে আয়োজিত হত। এলাকার লোকেদের সেই নস্টলজিয়া এখনও চোখে মুখে লেগে আছে। পুতুল নাচ, লাইটিং পুকুরে বাজি ফাটানো। যতক্ষণ না যাত্রা শুরু হত, ততক্ষণ হত পুতুল না। এখনও এক সপ্তাহ ধরে চলে উৎসব। তার মধ্যে তিনদিন যাত্রা। বাকি দিন বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রথমদিন অর্থাৎ শিবরাত্রির দিন শুধু উদ্বোধন। এই উৎসবে সম্প্রতি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখন উৎসবের আয়োজন করে সরোজ স্মৃতি রক্ষা কমিটি। দশমহাবিদ্যার আলাদা আলাদা করে পুজা করা হয় না। শুধুমাত্র কালীপূজা করা হয় তবে দশমহাবিদ্যার প্রতিমা করা হয়। প্রতিমা তৈরি করতে আসে কলকাতা থেকে কুমোরটুলির শিল্পীরা। মেলার মাঠ খুব বড় নয়। আগের থেকে কলেবর ছোট হয়ে গেছে। মাঠের মাঝাখানে স্টেজ। স্টেজের সামনে স্থানীয় মন্ডপ। স্টেজ থেকে মন্ডপে উদ্বোধন করতে যাওয়ার জন্য সাঁকোর মতে রাস্তা করা হয়েছিল। বেশ অভিনব লাগল। প্রতিমা বেশ রাজকীয়। মেলার কলেবর মাঠের সঙ্গ মানানসই। এই কালী মেলা এলাকায় খুব জনপ্রিয়।

সিদ্বেশ্বরী কটন মিলের সামনে আমাদের নামিয়ে গাড়ি ফিরে গেল। তারপর উজ্জ্বল সুবজ ধান ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মন কিন্তু ধানখেতের উপর দিয়ে উড়ে চলল। কিলোমিটার টাক হেঁটে দীনেশদার শ্বশুরবাড়ি। ডাবের জল দিয়ে অভ্যর্থনা। কিন্তু মন তো ঘরে টিকছে না। ছিটকে বেরিয়ে চললাম রূপনারায়ণেণ দারে। নদীতে জোয়ার। জল চলে এসেছে নদী বাঁধ বেয়ে অনেকটা। অপার জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। বিশ্বপিতার কাছে আমরা কত দিন, বিশ্ব প্রকৃতির কাছে আমরা কত নগন্য। নদীর জল বাঁধের গায়ে এসে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলছিল। কিছুক্ষণ নদীর শোভা দেখে ফিরে গেলাম। আবার দুপুরে গেলাম রূপনারায়ণেণ রূপসাগরে অবগাহন করতে। কোথাও বেড়াতে গিয়ে নদী পেলে সুযোগ থাকলে স্নান করে নিই। এবার তার অন্যথা হল না। বিকালে আবার গেলাম রূপনারায়ণের ধারে বায়ু সেবন করতে। রূপনারায়ণের উথাল হাওয়ার মন মাতাল হল। নদীতে জল কমেছে। ওপারে সবুজ রেখা দেখা যাচ্ছে। মনে চর আছে। নৌকা করে যাওয়া যায়। শীলকাল পিকনিক করা যায়। আবার মন নেচে উঠল। রূপনারায়ণের তীরে নয়, বুকে পিকনিক। যে পিকনিক কোলাঘাটে করতে পারিনি, সেই পিকনিক জুমঝুমিতে করব। সেই সৌভাগ্য হল এক বছর পর। শেষ ডিসেম্বর এক কুয়াশা মোড়া সকাল অতিক্রম করে ঝুমঝুমি গ্রামে রূপনারায়ণ নদের ধারে উপস্থিত হলাম। পূর্ণিমা বৌদির বাড়িতে কচুরি, আলুর দম আর মিষ্টি দিয়ে প্রাতরাশ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রূপনারায়ণের ধার। জোয়ার এসেছে কিন্তু কাদা বাঁচিয়ে নৌকার ওঠার মত জল বাড়েনি। অপেক্ষা করতে হল। প্রথম ট্রিপে মালপত্র আর মূল আয়োজক (বৌদির নাট্যগোষ্ঠীর বন্ধুরা) গেল। ওপারে গিয়ে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। রূপনারায়ণের বুকে বিস্তীর্ণ চড়া। পূর্ব মেদিনীপুর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ঝাউগাছ লাগিয়েছে, হয়ে গেছে ঝাউবন। তবে ঝাউবনে নামার মতো উপযোগী স্থান নেই। তাই একটা ফাঁকা জায়গা দেখে নামা হল। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। নেমেই বললাম প্রকৃত অর্থে বনভোজন। গোটা দ্বীপে শুধু আমরা একা। এই অনুভূতিটা দারুণ লাগছল। রূপনারায়ণের রূপের শোভা নিচ্ছিলাম পিঠে রোদ ঠেকিয়ে। গুরে দেখলাম হোগল বন, খাঁড়ি। ভেবেছিলাম রান্না হতে দেরি হবে, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দুটোর মধ্যে রান্না হয়ে গেল। ভাত ফুলকপির ঝোল, মুরগির মাংশের ঝোল আর চাটনি। এরাগে যাওয়া মাত্রাই মাখা মুড়ি আর কফি। দারুণ কাটল সারাদিন। আমরা ফিরলাম প্রথম লটে। রূপনারায়ণের পূর্ব পাড়ে বসে পশ্চিম বাশের সূর্যাস্ত দেখালাম। নৌকা বাকিদের আনতে গেছে। দীর্ঘ সময় নিল বটে। আমি কিন্তু সেই অলস সময়টা উপভোগ করলাম। যাওয়ার সময়ের অবসরটা পাশে টালি ভাঁটার তৈরি দেখে কাটিয়েছিলাম।

 বার বার ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বলা যেতে পারে ধান ভানতে ধানের গীত হচ্ছে, কার রূপনারায়ণের কথা বলতে রূপনারায়ণের বিভিন্ন সময়ের রূপের কথাই বলছি। রাতে আবার গেলাম রূপনারায়ণের ধারে। আকাসে কোজাগরী। রূপনারায়ণের জল ধু ধু করছে। একটা নৌকা পাকড়াও করা গেল। আমরা ভেসে পড়লাম রূপনারায়ণের জলে। ভরা কোটালের জলে টলমল তরীতে বেশ ভয় লাগছিল। আবার ‘জ্যোৎস্নার সমুদ্রে তীরে যেন চাঁদ এরকম সুন্দর অনুভূতিও হচ্ছিল। সব মিলিঠে এক ভয়ঙ্ক সুন্দর অভিজ্ঞা। কয়েকটা সহচর নৌকাও দেখলাম। আমরা যে নৌকাটা পাকড়াও করেছিল সেটাও মাছ ধরতে যাবে। জানতে চাইলাম ইলিশ পাওয়া যাবে? মাঝি জানালো কোটালে বেশি ইলিশ পাওয়া যায় না। কোটালের কয়েকদিন পর ভালো ইলিশ পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে গেল কিন্নর রায়ের কবিতা—‘রূপনারায়ণের রূপের আলো / রুপো বরণ ইলিশ/ শুকনো দিনে জল সরে যায়/ বালিই, বালি-তুলিস’?

এখন তো রূপনারায়ণের জল তেমন খেলে না, তাই ইলিশ তেমন আসে না। নদীতে এতে চড়া পড়ে গেছে যে জোয়ারের জল কম আসে। জোয়ারের জল না ঢুকলে ইলিশ ডুকবে কেমন করে। তবে ঘাটাল পর্যন্ত জোয়ারভাটা প্রভাব বোঝা যায়। শীতের পর বর্ষার আগে গ্রীষ্মে রূপনারায়ণের শুধু ধু ধু বালি। নদীর ধারা অবশ্য একটা ধার ধিয়ে বয়ে যায়। সেই জলের বাধা টপকে বালির চরে এলে মনে হবে, কোন মরুভূমির দেশে হাজির হয়েছিল। বয়ঙ্কর সুন্দর অভিজ্ঞতা বেশীক্ষণ নিতে সাহস হল না। তীরে তরী ভিড়িয়ে চলে এলাম। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই আবার চলে এলাম রূপনারায়ণের ধারে। সকালে রূপনারায়ণের অপরূপ সৌম্য রূপ। জলে ভাটির টান। রূপনারায়ণ যেন লজ্জায় নত হয়ে আছে কাল রাতের উত্তাল রূপে আমাদের ভয় দেখানোর জন্য। এবার থেকে সূর্যোদয় দেখার উপায় নেই। কারণ আমরাই পূর্ব উপকূলে দাঁড়িয়ে। বাঁধ বরাবর হেঁটে জনজীবনের আস্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। নদীর ধারের বাসিন্দারা দিনের অনেকটা সময় নদীর তীরেই কাটিয়ে দেন। কাপড় শোকানো, ধোন শোকানো, গৃহস্থালির জিনিসপত্র সারাই, হস্তশিল্পের গ্রাম হলে সেগুলি তৈরি করা। তাই নদীর ধারের গ্রামগুলিতে নদী বরাবর হাঁটলে গ্রামের একটি সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে। এমনকি খেলাধূলা, আড্ডা সবই নদীর ধারে।

এবার ফেরার পালা। একটা গোটা দিন ধরে রূপানায়ারণের রূপ চেটেপুটে নিয়ে ফিরলাম বলা যেতে পারে। ফেরার সময় বেলপুকুর, শশাটি, বাগনান হয়ে ফিরলাম। পুনশ্চঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বাগনান স্টেশনে নেমে অনন্তপুর মিল গেল তিনি কোলোমিটারের কম। প্রশস্ত রূপনারায়ণ দেখতে যে কোন সময়ে ঝুমঝুমি গ্রামে আসা যেতে পারে। তবে শিবরাত্রি সময় আসলে বাড়তি একটি মেলা দেখতে পারবেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১ অক্টোবরের মধ্যে শুরু করতে হবে নয়া শিক্ষাবর্ষ, নির্দেশিকা জারি ইউজিসির

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি. স.) : ১ অক্টোবরের মধ্যে নয়া শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে হবে বলে নির্দেশিকা জারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। একইসঙ্গে ইউজিসি জানিয়েছে, সব বোর্ড পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউজিসি জানিয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের শূন্যস্থান পূরণের শেষ দিন ৩১ অক্টোবর। যদিও তার আগেই অর্থাৎ ১ অক্টোবর থেকে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করতে হবে বলে জানিয়েছে ইউজিসি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বার্ষিক শিক্ষা সূচি জানিয়েছে ইউজিসি। বলা হয়েছে, ৩১ অগস্টের মধ্যে অনলাইন বা অফলাইনে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা শেষ করতে হবে। বাকি বর্ষ বা সেমেস্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যায়ণ করা হবে তার আগের বর্ষ বা সেমেস্টারের ফল অনুযায়ী।

ইউজিসি-র তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, 'সিবিএসই, আইসিএসই অথবা বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ডের ফল প্রকাশের পরেই ২০২১- ২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য কলেজগুলি ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করবে। আশা করা হচ্ছে সিবিএসই, আইসিএসই অথবা বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ডের ফল ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাবে।' যদি দ্বাদশ শ্রেণীর ফল প্রকাশে দেরি হয় তা হলে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করার সময় সীমা ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়।

করোনা আবহে বাতিল হয়েছে সিবিএসই, আইসিএসই সহ একাধিক বোর্ডের পরীক্ষা। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষ শুরু থেকে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার সূচি তৈরি করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। সব রাজ্যের কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের উদ্দেশে নির্দেশিকা জারি করে ইউজিসি জানিয়েছে, গত বছর ২৯ এপ্রিল এবং ৬ জুলাই যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সূচি তৈরি করে দেওয়া হল। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই অ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউজিসি।

১. চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ করতে হবে ৩১শে অগাস্টের মধ্যে।

২. অফলাইন, অনলাইন বা দুই পদ্ধতি মেনেই পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে।

৩. অফলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে শারীরিক দূরত্ব সহ করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় গাইডলাইন মানতে হবে।

৪. ২০২১-২২ সালের শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে যাবে অফলাইন, অনলাইন বা দুই পদ্ধতি মেনেই।

৫. এই গাইডলাইন স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষ এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬. শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষা বা সেমিস্টার কবে নেওয়া হবে, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কতদিন ছুটি থাকবে তা ঠিক করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৭. ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে হবে ৩১ জুলাই ২০২২ সালের মধ্যে।

৮. ১ অগাস্ট ২০২২-এর মধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে হবে।

৯. যদি কোনও কারণে ফল প্রকাশে দেরি হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ শুরু করা যাবে ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে।

১০. করোনা পরিস্থিতিতে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হওয়ার পর যদি তা বাতিল করে, তবে তাঁকে ভর্তির পুরো টাকা ফেরত দিতে হবে।

মণিপুর : ১৮ জুলাই থেকে দশদিন সম্পূর্ণ লকডাউন রাজ্যে

ইমফল, ১৭ জুলাই (হি.স.) : আগামীকাল রবিবার (১৮ জুলাই) ভোর থেকে মণিপুরে টানা দশদিন সম্পূর্ণ লডডাউন বলবৎ হবে। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনকে সজাগ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯-এর ডেল্টা ভেরিয়েন্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, কোভিড সংক্রমণের চেইন ভাঙার উদ্দেশ্যে কঠোর এই ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত দরকার ছিল। তিনি বলেন, রাজ্যের জনসাধারণ অবশ্য সব সময় সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সহযোগিতা করছেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ তাঁর অফিশিয়াল টুইটে বলেছেন, ১৮ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত জারিকৃত কারফিউ তথা লকডাউনে জরুরিকালীন পরিষেবাগুলি বাদ দিয়ে সমস্ত ধরনের দোকানপাট, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, পার্লার, মল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। তাছাড়া কেবলমাত্র টিকা গ্রহণকারী এবং পরীক্ষার জন্য আগতদের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকবে দশদিনের লকডাউনে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মণিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১,১২৮ জন নতুন করোনা রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার এক হাজারের বেশি দৈনিক সংক্রমণের মামলা আসছে। এর ফলে রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮২,৬৮৮ জনে বৃদ্ধি হয়েছে। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪৩ জন সুস্থ হয়েছেন। তাঁদের নিয়ে মোট সুস্থের সংখ্যা ৭২,৩০৫। এছাড়া সক্রিয় ৯,০৩৩ জন সংক্রমিতের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনকে নিয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১,৩৫০ জনের।

অসম : গোলাঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ভস্ম ২০ কোটি টাকার নেশাদ্রব্য

গোলাঘাট (অসম), ১৭ জুলাই (হি.স.) : পূর্ব ঘোষিত এবং নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ শনিবার গোলাঘাট জেলায় উদ্ধারকৃত ২০ কোটি টাকার নানা ধরনের নেশাদ্রব্য পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নানা ব্র্যান্ডের ড্রাগস, গাঁজা, নেশার কফসিরাপ, মরফিন ইত্যাদি পুড়িয়ে নেশামুক্ত রাজ্য গড়তে ড্রাগসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল অবস্থান নিতে সেখানে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভাস্করজ্যোতি মহন্ত সহ শীর্ষ ও অধস্তন পুলিশ অফিসারদের ফের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী যোগেন মোহন, মন্ত্রী অশোক সিংঘল, পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, ভবেন্দ্রনাথ ভরালি, বিশ্বজিৎ ফুকনদের সঙ্গে নিয়ে স্তূপীকৃত মাদকদ্রব্যে অগ্নিসংযোগ করে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমে ড্রাগস কারবারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার পর গত দুমাসে রাজ্য পুলিশ বিপুল পরিমাণের প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। এই সময়কালে গোলাঘাট জেলায় যে সব মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলিকে একত্রিত করে আজ তিনি অগ্নিসংযোগ করেছেন। এগুলির মধ্যে রয়েছে ৮০২ গ্রাম হেরোইন, ১২০৫ কিলোগ্রাম গাঁজা, ৩ কিলোগ্রাম আফিম এবং ২,০৬,৯০৬টি নেশার ট্যাবলেট। এগুলির বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, এর আগে রাজ্যে প্রচলিত মোট পরিমাণের মাত্র ১০ শতাংশ অবৈধ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এবার মাত্র দুমাসের মধ্যে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পরিমাণ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর পুলিশকর্মীরা। তাই অসমে মাদকদ্রব্যের বাজার কতটা প্রসারিত তা এই পরিসংখ্যান থেকে কল্পনা করা যেতে পারে। আজ তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে বাজেয়াপ্তকৃত মাদকদ্রব্য পুড়িয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে নেশামুক্ত অসম গড়ার বার্তা দিতে চাইছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অবৈধ এবং সর্বনাশা কার্যকলাপের মাধ্যমে অসম থেকে কী পরিমাণের অর্থ লুটে নেওয়া হচ্ছে, তা কল্পনার অতীত। তাছাড়া এই নেশার কবলে পড়ে অসমের কমপক্ষে ১৩ লক্ষ ছেলেমেয়ে এবং তাদের পরিবার নিঃস্ব হতে বসেছে। তাই রাজ্যের যুব সমাজকে এ থেকে রক্ষা করতে তিনি এই কড়া অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ড় শর্মা বলেন, অসমে মাদক কারবার বন্ধ করার পাশাপাশি, অসমকে করিডোর করে দেশের অন্য রাজ্যেও যাতে নেশাদ্রব্য তথা ড্রাগস পাচার না হতে পারে তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বলেন, সিআরপিসির অধীনে কাজ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ড্রাগসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি অবলম্বন করতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ড্রাগস সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে পুলিশকে তাৎক্ষণিকভাবে অবগত করতে রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

এদিকে আজ কারবি আংলঙের জেলা সদর ডিফুতেও জেলায় বাজেয়াপ্তকৃত ড্রাগস সামগ্রি জ্বালানো হয়েছে। ভস্মীভূত ড্রাগসগুলির মধ্যে ছিল ১১.৮৮ কিলোগ্রাম মরফিন, ২.৮৯ কিলোগ্রাম ক্রাইস্টল মেথ, ৩.৪৭ কিলোগ্রাম হেরোইন, ১০২.৯১ কিলোগ্রাম গাঁজা এবং ২,০৩,৩৮৪টি নেশার ট্যাবলেট।

যুদ্ধের আবহেই শান্তির খোঁজে আফগানিস্তান সরকার-তালিবান বৈঠক শুরু কাতারে

দোহা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : আফগানিস্তানে শান্তি ফেরাতে এবার নতুন করে বৈঠক শুরু করল আফগানিস্তান সরকার এবং তালিবান। শনিবার কাতারের দোহায় শুরু হয়েছে যুযুধান দু'পক্ষের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের এই বৈঠক ।সরকারি ফৌজকে হটিয়ে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকার দখল নিচ্ছে আফগান তালিবান বাহিনী। সেনা এবং জঙ্গিদের পাশাপাশি গৃহযুদ্ধে মারা যাচ্ছেন বহু সাধারণ নাগরিক। এই পরিস্থিতিতে শান্তির খোঁজে নতুন করে এই বৈঠক শুরু করল সরকার এবং তালিবান।

আফগান সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন সে দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা শান্তি আলোচনা বিষয়ক কমিটির প্রধান আবদুল্লা আবদুল্লা। তালিবানের তরফ থেকেও কাতারের শান্তি-বৈঠকের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সংগঠনের মুখপাত্র মহম্মদ নঈম বলেন, "সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আন্তরিক মনোভাব নিয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারকেও ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে হবে।"

আফগান সরকারের তরফে শনিবার বলা হয়েছে, শান্তি আলোচনার অগ্রগতির স্বার্থে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, শান্তি আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করারও সওয়াল করেছে সরকারপক্ষ। তবে আলোচনার টেবিলে অংশ নিলেও তালিবানের পক্ষে ফের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেশে শরিয়ত আইন বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত পিছু হঠার প্রশ্ন নেই।

চার ধামের পুজোর সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না, জানালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

দেহরাদুন, ১৭ জুলাই (হি.স.): বেদে নেই সরাসরি সম্প্রচারের উল্লেখ। তাই আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও চার ধামের পুজোর সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে না। শনিবার এমনটাই জানালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি।

করোনার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই এবছর সীমিত সংখ্যক তীর্থযাত্রীকে চারধাম যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উত্তরাখণ্ড সরকার। রাজ্যের মন্ত্রিসভার এমন সিদ্ধান্তে গত ২৮ জুন স্থগিতাদেশ জারি করেছে উত্তরাখণ্ড হাই কোর্ট। বরং পুজোর সরাসরি সম্প্রচার হতে পারে বলে জানিয়ে দেওয়া হয় আদালতের তরফে। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে কিনা সেব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দেবস্থানম বোর্ড। সেই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, মন্দিরের বেশ কয়েকজন পুরোহিত জানিয়েছেন, এভাবে পুজো সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না। তখনই আদালতের তরফে জানতে চাওয়া হয়, যদি সরাসরি সম্প্রচার করতে রাজি না হন পুরোহিতরা, তাহলে তাঁদের ব্যাখ্যা করতে হবে শাস্ত্রে কোথায় বলা আছে যে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না। এরপরই শনিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর সরকার চার ধামের পুজোর সরাসরি সম্প্রচার করবে না। কারণ বেদে কোথাও সরাসরি সম্প্রচারের উল্লেখ নেই। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এই মর্মে উত্তরাখণ্ড হাই কোর্টে হলফনামাও দাখিল করবে উত্তরাখণ্ড সরকার।

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সীমান্তে দুই ভারতীয় নাগরিকসহ আটক ৬

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ জুলাই।। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সীমান্তে বিজিবি'র পৃথক অভিযানে অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন মানব পাচারকারি ও দুইজন ভারতীয় নাগরিক। শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলার পদ্মশাখরা ও তলুইগাছা সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা লক্ষিদাড়ি গ্রামের সোবহান সরদারের ছেলে মো. আব্দুর রশিদ, নড়াইল জেলার বোমবাগ গ্রামের আজাদ শেখের ছেলে মো. রুবেল শেখ ও বেনদারচর গ্রামের মো. জালাল খানের ছেলে মো. নুরু খা, খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার থোকরা গ্রামের মো. মুসাক সরদারের ছেলে মো. বেলাল হোসেন এবং ভারতীয় নাগরিক ভারতের রাজারহাট এলাকার মো. আব্দুর রহিমের ছেলে লিংকন হোসেন ও একই এলাকার আতিয়ার রহমান গাজীর ছেলে মো. আশিক গাজী। এদের মধ্যে আব্দুর রশিদ মানব পাচারকারি।

বিজিবি সূত্র জানায়, ভারত থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে সাতক্ষীরাস্থ বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন সদর উপজেলার পদ্মশাখরা সীমান্ত এলাকা থেকে তিনজন বাংলাদেশী নাগরিক ও একজন মানবপাচারকারী এবং তলুইগাছা সীমান্ত থেকে ২ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়। আটককৃত চার বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। সাতক্ষীরা বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়ন কর্তৃক প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, করোনা ভাইরাস ভারতীয় ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট এর সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি, টহল তৎপরতা এবং বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। এসময় অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় মোট ৮৯ জন বাংলাদেশী নাগরিক, ২ জন রোহিঙ্গা, ৬ জন মানব পাচারকারী ও ৪ জন ভারতীয় নাগরিকসহ সর্বমোট ১০১ জনকে আটক করা হয়।

সাতক্ষীরাস্থ বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ আল-মাহমুদ, পিএসসি, সীমান্ত এলাকা হতে ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক ও ২ জন ভারতীয় নাগরিক আটক করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের মারণাস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হবে ঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ জুলাই।। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, শিগগিরই সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের মারণাস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হবে। দুই দেশের সীমান্তে যে কমিটমেন্ট রয়েছে তা মেনে চললে সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে পারবো বলে আশা করি।

শনিবার চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বায়তুল ইজ্জতে বিজিবির ঐতিহ্যবাহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের বীর উত্তম মজিবুর রহমান প্যারেড গ্রাউন্ডে নবীন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির কারণে সীমান্তে দুর্ঘটনা ঘটে। এ কারণে দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে ও বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়েও আলোচনা চলছে। শিগগিরই সীমান্তে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মারণাস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হবে। সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে আমরা আরো তৎপর হয়েছি। তিনি আরো বলেন, সীমান্তে আমরা বর্ডার সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম উন্নত করেছি। আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে বিজিবিকে আরো সমৃদ্ধ করেছি।

আজ থেকে ১০ থেকে ১৫ বছর আগে যে ধরনের চোরাচালান ছিল সেগুলো এখন আর নেই। সব ধরনের চোরাচালান আমরা শূন্যের কোঠায় নেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

জেকব জুমার গ্রেফতারে দক্ষিণ আফ্রিকাজুড়ে শুরু হওয়া দাঙ্গায় মৃত্যু ২১২ জনের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেকব জুমার গ্রেফতারির পর থেকেই উত্তপ্ত সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশজুড়ে শুরু হওয়া দাঙ্গায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২১২ জনের। হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার অভিযুক্তকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে অন্তত ২৫ হাজার সেনাকে। তবুও দাঙ্গাকারীদের বাগে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

দুর্নীতির দায়ে গত ৮ জুলাই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেকব জুমা। এরপর সেদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। নিজের জন্মস্থান কাওয়াজুলু-নাতাল প্রদেশে এসটকোর্ট সংশোধনাগারে ১৫ মাসের কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করতে শুরু করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। আর এরপর থেকেই উত্তপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেকব জুমার গ্রেফতারির পর থেকেই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দক্ষিণ আফ্রিকায়। কার্যত ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার ছবি স্পষ্ট করে দেশটিতে চলছে অবাধ লুটতরাজ। শপিংমল, দোকান-বাজারে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত পণ্য নিয়ে পালাচ্ছে দাঙ্গাবাজের দল। গত সপ্তাহ থেকে দেশজুড়ে চলা হিংসাত্মক বিক্ষোভের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন ২১২ জন বলে জানিয়েছেন সাউথ আফ্রিকার মন্ত্রী খুমবুডজো শাভেহনি। দেশটির উপকূলবর্তী কয়াজুলু নাটাল প্রদেশে শুক্রবার মৃত্য হয়েছে ৮০ জনের। সবমিলিয়ে ওই প্রদেশে এপর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৮০ জন। পার্শ্ববর্তী গাউতেঙ্গ প্রদেশে হিংসার বলি হয়েছে কমপক্ষে ৩২ জন মানুষ। সব মিলিয়ে দাঙ্গায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২১২ জনের। হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার অভিযুক্তকে। এহেন টালমাটাল অবস্থায় দেশটিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে অন্তত ২৫ হাজার সেনাকে। তবুও দাঙ্গাকারীদের বাগে আনতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে প্রশাসনকে।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুমা। বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনে দেশটির বর্তমান শাসকদল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি। ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল কৃষ্ণাঙ্গদের ও দলের তৃণমূল স্তরে জুমার জনপ্রিয়তা বিস্তর। তবে শাসনকালে দেশের সম্পদ নয়ছয় ও দুর্নীতির বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিশেষ করে 'গুপ্তাগেট' কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে তাঁর নাম। অভিযোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থে ভারতীয় বংশোদ্ভুত গুপ্তা পরিবারের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দিয়েছেন জুমা।

সেই সূত্রে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে নামে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসন ।আদালত তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিলেও তিনি তা করেননি। তারপরই আদালতের অবমাননায় গত শুক্রবার ১৫ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁকে। যার পরেই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই হিংসা ।তবে সবাই যে জুমার সমর্থনে লুটপাট চালাচ্ছেন তা নয়। অনেকেই আর্থিক দুরবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে সুযোগ বুঝে দোকান থেকে পণ্য চুরি করছেন।

চতুর্থবার সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন বাশার আল-আসাদ

দামাস্কাস, ১৭ জুলাই (হি.স.) : চতুর্থবারের জন্য সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন বাশার আল-আসাদ। শনিবার দেশটির সংসদে আগামী সাত বছরের জন্য শপথ গ্রহণ করেনদেশটির এ স্বৈরশাসক। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেশটির রাজনীতিবিদ, আলেম, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক, শিল্পী এবং শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

৫৫ বছর বয়সি বাশার আল-আসাদ ২০০০ সাল থেকে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। তার বাবা হাফেজ আল-আসাদ প্রায় ২৫ বছর সিরিয়া শাসন করেছেন। তার পর দায়িত্ব নিয়েছিলেন বাশার। শপথ শেষে বাশার আল-আসাদ বলেন, অনেকেই সিরিয়াকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনগণ ঐক্যবদ্ধ থেকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেছে। এ সময় তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটার উপস্থিত হয়েছিল দাবি করে বিষয়টির প্রশংসা করেন।

গত মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাশার আসাদ ৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে আবারও প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলত সরকারনিয়ন্ত্রিত এলাকায়। বিদেশে সিরীয় কয়েকটি দূতাবাসেও ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। তবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের প্রতিবাদ হয়েছে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে। তবে সিরিয়ার নির্বাসিত বিরোধী নেতারা এ নির্বাচনকে 'প্রহসন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক বিবৃতিতে সিরিয়ার নির্বাচনকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রায় ১০ বছরের গৃহযুদ্ধে সিরিয়া এখন বিপর্যস্ত। ২০১১ সালে বাশার আল আসাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সরকারি বাহিনীর রক্তক্ষয়ী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এ গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এ লড়াইয়ে প্রায় তিন লাখ ৮৮ হাজার মানুষ মারা গেছেন এবং দেশটির প্রায় অর্ধেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এর মধ্যে বিদেশে শরণার্থী শিবিরে আছেন প্রায় ৬০ লাখ মানুষ।

অসম : গো-সুরক্ষার চেয়ে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রোধ করুক সরকার, বলেছে কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : গো-সুরক্ষার প্রতি বেশি নজর না দিয়ে অত্যাবশ্যক সমাগ্রীর মূল্যরোধে ব্যবস্থা নিক সরকার। বলেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। অত্যাবশ্যক সামগ্রী এবং পেট্রোপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস আজ শনিবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনের সামনে রাজপথে নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন সংগঠিত করছিলেন। একসময় বিক্ষোভ স্থল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কোভিড বিধি লঙ্ঘন করে তাঁরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ রিপুন বরা, বিধানসভায় কংগ্রেসের দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, বিধায়ক তথা উপ-দলনেতা রকিবুল হুসেন, সাংসদ গৌরব গগৈ, নতুন বিধায়ক শিবামণি বরা সহ শতাধিক কংগ্রেস নেতা কর্মীকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

বিক্ষোভ স্থলে বিধায়ক শিবামণি বরা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝাড়তে গিয়ে বলেন, অতি শীঘ্র অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম না ধরলে তাঁরা আন্দোলন আরও তীব্র করে তুলবেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষ ভ্যাকসিনের জন্য হা-পিত্যেশ করছেন। এমতাস্থায় সরকার অনলাইনে ঘরে ঘরে মদ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘরে ঘরে মদ না দিয়ে ঘরে ঘরে ভ্যাকসিন পাঠাক সরকার।

ভিড়ের মধ্যে কলিয়াবরের সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, রান্নার গ্যাস, পেট্রোপণ্য সহ অত্যাবশ্যক সামগ্রীর আকাশলঙ্ঘী মূল্যবৃদ্ধির দায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। অর্থমন্ত্রীর ওপর এই দায় চাপালে চলবে না। গৌরব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বহুদিন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সজ্ঞানে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে অসংখ্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং, এখন এ সব থেকে তিনি কেটে পড়তে পারেন না বলেন সাংসদ গগৈ। তিনি আরও বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সর্বকালীন রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ১০০ টাকার খুব কাছে চলে গেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দাগহীন উজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রয়োজন সঠিক যত্ন

রূপচর্চাবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, নিয়মিত ত্বকের যত্ন নিলেও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করলে সহজেই পাওয়া যাবে সুন্দর মুখমণ্ডল।

ঘুমের সময় ঃ ত্বকে যে প্রসাধনীই ব্যবহার করা হোক তা ঘুমাতে যাওয়ার আগে তুলে ফেলা উচিত। ঘুমের সময় সারা শরীর শিথিল থাকে এবং শরীরের কোষগুলো পুনর্গঠনের কাজ শুরু করে। বংশগত সমস্যা না থাকলে ঘুমের সময় চোখের নিচের কালো দাগ এবং আকাল বার্ধক্য দূর হয়।

খাদ্যাভ্যাস ঃ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও সবজি খাওয়া না হলে কোনো প্রসাধনী কাজে আসবে না। তাছঠাড়া তৈলাক্ত ও গাঁজন করা খাবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। চিনি ও লবণ কম খান। তে শরীর ও ত্বক দুই ভালো থাকবে।

প্রতিদিন স্বাস্থ্যকর খাবার খান। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই নিজের পরিবর্তন নজরে আসবে। এক্ষেত্রে, প্রতিদিনের চা কফি খাওয়ার পরিবর্তে গ্রিন টি পান করুন। চিপস, কাপ কেক এবং বিস্কুটের পরিবর্তে ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে চিনির পরিবর্তে মধু বা গুঁড় খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

শারীরিক পরিশ্রম ঃ যোগ ব্যায়াম, হাঁটা, দৌড়ানো, দড়ি লাফ ইত্যাদির মধ্যে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম বেছে নিন। পরিশ্রম শরীরের রক্তচলাচল বাড়ায় এবং দুষিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

লিফট বা এস্কেলেটর ব্যবহারের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুণ। কাছাকাছি কোনো জায়গায় যেতে যানবাহনের পরিবর্তে হাঁটার অভ্যাস করুন। এসব করার মাধ্যমে নিজে বোঝার আগেই শরীর অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরানোর কাজ করতে থাকবে।

ত্বকের ধরন ঃ নিজের ত্বকের ধরন-তৈলাক্ত, শুষ্ক, সাধারণ বা মিশ্র ইত্যাদি বুঝে প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও প্রসাধনী কেনার ব্যাপারে যথেষ্ট বিচক্ষণ হ্যয়া প্রয়োজন। দৈনিদ্দিন ব্যবহারের জন্য ক্রিম ও শ্যাম্পু যেন আপনার সঙ্গে মানানসই হয় এবং এতে যেন কোনো রকম ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পর্যাপ্ত পানি পান ঃ শুনতে সোজা মনে গলেও আমরা অনেকেই পর্যাপ্ত জল পান করি না। পর্যাপ্ত জল পান করুণ, এটি আপনার ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করবে। জল ত্বক আর্দ্র রাখে এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।

তাছাড়া এটি সুষ্ঠু বিপাক ও হজমে সহায়ক। প্রতিদিন অন্তত আট গ্লাস জল পান করুণ। আর পানীয় খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে ফলের রস পান করা যেতে পারে।

সানস্ক্রিন ব্যবহার ঃ দাগ মুক্ত ত্বকের জন্য রোদে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা প্রয়োজন। সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ত্বক সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে রক্ষা পায় ত্বকের স্বাভাবিক রং বজায় থাকে। ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, রোদ উঠুক বা আকাশ মেঘলা থাকুক, বাইরে যান বা বাসায় থাকেন প্রতিদিন সকালেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুই ঘন্টা পর পর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো।

মেইকআপঃ যতই ক্লান্ত থাকেন আর যে প্রসাধনীই ব্যবহার করেন ঘুমানোর আগে তা তুলে ফেলুন। এই সময় ত্বক কেবল শ্বাস নেয় না, ত্বক নিজের কাজও শুরু করে। ত্বকের যে কোনো সমস্যা এড়াতে উন্নত মানের 'মেইকআপ রিমুভার' এবং ফেইসওয়াস ব্যবহার করুণ। 'মেইকআপ রিমুভার'য়ের বদলে জলপাইয়ের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও অ্যালকোহলও সুগন্ধহীন যে কোনো প্রসাধনী দিয়ে মেইকআপ তুলতে পারেন।

ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং ঃ মেইকআপ তোলার পরে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে টোনার এবং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ক্লিনজিংয়ের মাধ্যমে ত্বকের ময়লা দূর হয় এবং ত্বক সারা দিন সতেজ থাকে। টোনার ব্যবহার করার মাধ্যমে ত্বকের ময়লা ও তেল দূর হয়ে যায়। পাশাপাশি ত্বকে যদি ক্লিনজার আটকে থাকে তা পরিষ্কার করতেও টোনার সাহায্য করে।

টোনার ত্বক আর্দ্রও কোমল করতেও সহায়তা করে। সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি ত্বকে পিএইচ এর সমতা রক্ষা করে এবং লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা খুব জরুরি। ভালো 'নাইট ক্রিম' ঘন হয় এবং এতে ত্বকের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকে। তাই ত্বকের সমস্যা কমাতে রাতে উন্নত মানের 'নাইট ক্রিম' ব্যবহার করুন।

এই ১২টি খাবার ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ায়

স্মৃতিশক্তি কমার মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করলে আগামী সময়ে ডিমেনশিয়ার বা অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি নানাবিধ ব্রেন ডিজিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই মনে রাখার ক্ষমতা কমার মতো ঘটনা ঘটলে যত শীঘ্র সম্ভব একটা "এম আর আই" করে নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে খাওয়া শুরু করতে হবে এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো। তাহলেই দেখবেন মস্তিষ্ক নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকবে না।

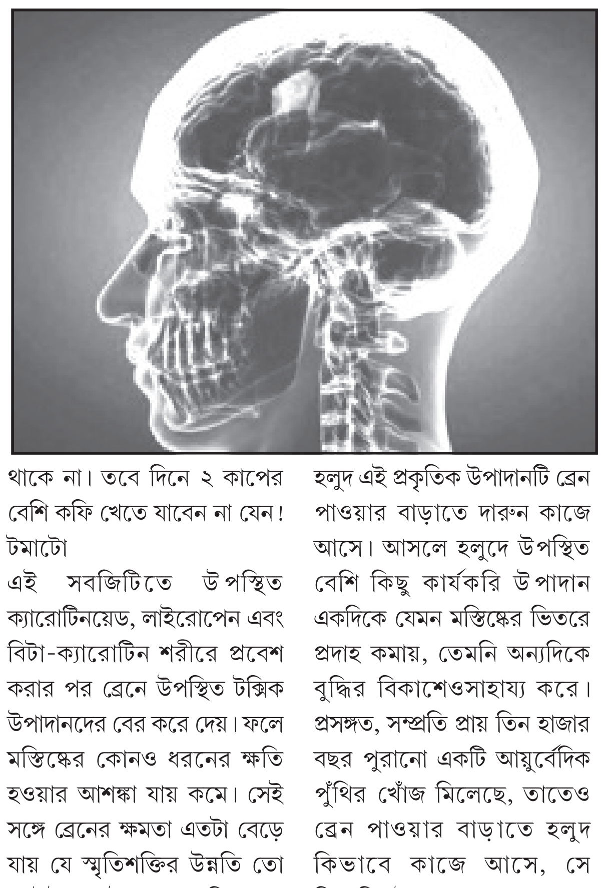

এ ক্ষেত্রে দুইটি প্রশ্ন। এম আর ই কেন করতে হবে এবং এই লেখায় আলোচিত খাবারগুলো কেন খেতে হবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটির গবেষকদের করা এক স্টাডিতে দেখা গেছে, "এম আর আই" হল একমাত্র একটি পরীক্ষা, যার সাহায্যে লক্ষণ প্রকাশের আনেক আগে থেকেই জেনে যাওয়া সম্ভব কোনও ধরনের ব্রেন ডিডিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে কি-না। আর এই প্রবন্ধে আলোচিত খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে দেহের ভিতরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যে তার প্রভাবে ব্রেন পাওয়ার বাড়ে চোখে পরার মতো। আর ব্রেন পাওয়ার বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া এবং মস্তিষ্কের কোনও রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে আর থাকে না, তা তো বলাই বাহুল্য! প্রসঙ্গত, যে যে খাবারগুলো খাওয়া শুরু করলে ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ে সেগুলো হল-

কফি

ব্রেন পাওয়া বাড়াতে বাস্তবিকই এই পানীয়টি নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। আসলে কফিতে উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান শরীরে প্রবেশ করার পর মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে এতটাই বাড়িয়ে তোলে যে অ্যালঝাইমারসের মতো রোগ ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না। সেই সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা কমে, শর্ট টার্ম মেমরি জোরদার হয়ে ওঠে এবং পার্কিনসনের মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও আর থাকে না। তবে দিনে ২ কাপের বেশি কফি খেতে যাবেন না যেন!

টমাটো

এই সবজিটিতে উপস্থিত ক্যারোটিনয়েড, লাইরোপেন এবং বিটা-ক্যারোটিন শরীরে প্রবেশ করার পর ব্রেনে উপস্থিত টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে স্মৃতিশক্তির উন্নতি তো ঘটেই, সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং মনোযোগ ক্ষমতার উন্নতি ঘটতেও সময় লাগে না।

ব্রকলি

সালফারাফেন নামক একটি উপাদানে ভরপুর এই সবজিটি খাওয়া মাত্র শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে ব্রেন সেলের কোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

আখরোট

এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রা ভিটামিন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার নানাভাবে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে কাজে লাগে। সেই সঙ্গে দেহে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাও বাড়ায়। ফলে সবদিক থেকে মস্তিষ্কের উপকার হয়।

পালং শাক

পালং শাকে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন কে, ফলেট এবং লুটেইন ব্রেনের কর্মক্ষমতা বাড়াতে দারুন কাজে আসে। ফলে নিয়মিত এই শাকটি খেলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রেন পাওয়ার চোখ পরার মতো বৃদ্ধি পায়।

হলুদ এই প্রকৃতিক উপাদানটি ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। আসলে হলুদে উপস্থিত বেশি কিছু কার্যকরি উপাদান একদিকে যেমন মস্তিষ্কের ভিতরে প্রদাহ কমায়, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধির বিকাশেওসাহায্য করে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রায় তিন হাজার বছর পুরানো একটি আয়ুর্বেদিক পুঁথির খোঁজ মিলেছে, তাতেও ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে হলুদ কিভাবে কাজে আসে, সে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

অলিভ অয়েল

দক্ষিণ এশিয়ায় সাধারণত রান্না করতে অলিভ ওয়েল ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যদি করা হয়, তাহলে দারুন উপকার মিলতে পারে। আসলে এই তেলটিতে রয়েছে পলিফনল নামে একটি উপাদান, যা ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে দারুন কাজে আসে। প্রসঙ্গত, একাধিক কেস স্টাডি চলাকালীন বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন পলিফেনল নামক উপাদানটি নার্ভ সেলের কর্মক্ষমতা দেয়। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।

শতমূলী

এই প্রকৃতিক উপাদনটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফাইবার এবং এমন কিছু উপাদান, যা শরীরে মস্তিষ্কের উপকারি লাগে এমন বাকটেরিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি করে। সেই সঙ্গে এতে উপস্থিত ফলেট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটারি উপাদানও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাম

এই ফলটিতে উপস্থতি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ব্রেন সেল যাতে শুকিয়ে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখে। সেই সঙ্গে ব্রেনের ভিতরে প্রদাহ কমানোর মধ্যে দিয়ে নানাবিধ ব্রেন ডিজিজকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রসঙ্গত, যাদের পরিবারে অ্যালঝাইমারস বা ডিমেনশিয়ার মতো মস্তিষ্কের রোগের ইতিহাস রয়েছে, তারা যদি প্রতিদিন খেতে পারেন, তাহলে দারুন উপকার মেলে।

নারকেল তেল

নারকেল তেলে উপস্থিত নিউরনের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে শরীরে উপস্থিত নানাবিধ ক্ষতিকারক উপাদান যাতে মস্তিষ্কের ভিতরে কোনও ক্ষতি সাধন করতে না পারে, সে দিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, নিউরনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মস্তিষ্কের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান আরও দ্রুত গতিতে হতে থাকে। ফলে যে কোনও কাজ নিমেষে সম্পন্ন করতে কোনও কষ্টই করতে হয় না।

ডিম

এতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় কোলিন এবং উপকারি কোলেস্টেরল, যা নিউরনের ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে ব্রেন পাওয়া বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানেই শেষ নয়, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন ডিম খেলে দেহে বিশেষ এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, যা ব্রেন সেলের যাতে কোনওভাবে ক্ষতি না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখে। ফলে নানাবিধ ব্রেন ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

মাছ

বেশি তেল রয়েছে এমন মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নামে একটি উপাদান থাকে, যা মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দারুন কাজে আসে। আসলে এই উপাদনটি ব্রেন সেলের ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি মস্তিষ্কের যে অংশটা স্মৃতিশক্তির আঁধার, সেই অংশের ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ফলে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আর থাকে না বললেই চলে।

সিনেমা খরা কাটল সোনাক্ষী সিনহার বনশালির বিগ বাজেটের ছবিতে সই অভিনেত্রীর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সদ্য আলিয়াকে নিয়ে "গঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি" ছবির শুটিং শেষ করেছেন সঞ্জয়লীলা বনশালি। শেষ করেই একেবারে বিশ্রামে নেই তিনি। বরং ঝটপট শুরু করে ফেললেন নতুন ছবি "হীরা-মান্ডি" নিয়ে ভাবনা। শোনা যাচ্ছে, চিত্রনাট্যে আবার ঠিকঠাক করে নিয়ে নাকি ফের শুটিং ফ্লোরে নামতে চলেছেন বনশালি। তবে খবর মোটেই এটি নয়। বরং বনশালির এই নতুন ছবিতে সোনাক্ষীর বড়সড় এন্টি নিয়েই এখন জোর চর্চা বলিউডে।বহুদিন ধরেই হাতে ছবি নেই সোনাক্ষীর। সেই ২০১৯ সালে "কলঙ্ক" ছবিতে শেষবার ছবির পর্দায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাও সোনাক্ষী ছিলেন সেই ছবিতে অতিথি শিল্পী। তার আগেও একের পর এক ছবিতে সোনাক্ষির কপালে জুটেছিল ফ্লপ। তাই তো বলিউডের নানা অনুষ্ঠানে দেখা গেলেও সোনাক্ষীর হাতে ছবি ছিল একেবারেই কম। শেষমেশ এবার কপাল খুলে গেল নায়িকার। টুক করে সোনাক্ষীর ঝুলিতে চলে এল সঞ্জয়লীলা বনশালির ছবি "হীরা মাণ্ডি"!সঞ্জয়লীলা বনশালি বহুদিন ধরেই "হীরা মাণ্ডি" নিয়ে ছবি তৈরি করার কথা ভাবছিলেন। তবে হাতে অন্যান্য ছবি এসে যাওয়াতে কিছুতেই ছবির শুটিং তৈরি করতে পারছিলেন না। এমনকি, এই ছবির জন্য সাইন করে ফেলেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত, হুমা কুরেশি। আর এবার সেই তালিকায় ঢুকে পড়লেন সোনাক্ষী সিনহা।"হীরা মাণ্ডি" মূলত বাঈজিদের জীবনযাপনের গল্পকেই এগিয়ে নিয়ে চলবে। শোনা যাচ্ছে, মীনা কুমারির "পাকিজা" ছবির স্টাইলেই নাকি এই ছবি তৈরি করতে চলেছেন বনশালি। ইতিমধ্যেই নাকি ছবির আর্ট ডিরেকশনেরও কাজ শুরু করে ফেলেছেন বনশালি।শোনা যাচ্ছে, এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নাকি কথ্থকও শিখছেন সোনাক্ষী সিনহা। তবে আপাতত বনশালির "হীরা-মান্ডি" নিয়ে মুখ খুলতে চাননি সোনাক্ষি।

৫ বছর পর ফের পরিচালনায় করণ, ছবিতে রণবীর-আলিয়া

বছর পাঁচেক বাদে ফের পরিচালকের আসনে করণ জোহর। সোমবারই ঘোষণা করেছিলেন যে নয়া চমক দিতে চলেছেন পরিচালক। যেমন কথা তেমন কাজ। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ সবাইকে চমকে দিয়ে বড় ঘোষণা করে ফেললেন করণ জোহর। আবারও তাঁর সিনেমার গল্প প্রেম-রোম্যান্স, বিচ্ছেদ নিয়ে। সিনেমার নাম "রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি"। কাস্টিংয়েও বিশেষ চমক। মুখ্য দুই চরিত্রে রণবীর সিং এবং আলিয়া ভাট। অতঃপর "গাল্লি বয়"-এর দুষ্টু-মিষ্টি জুটিকে ফের পর্দায় আনতে চলেছেন করণ। তবে এখানেই শেষ নয়!করণ জোহরের সিনেমা যখন, তখন কাস্টিং যে তারকাখচিত হবে, তা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। রণবীর-আলিয়ার পাশাপাশি "রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি"তে দেখা যাবে বলিউডের খ্যাতনামা তিন প্রবীণ অভিনেতাকে। থাকছেন ধর্মেন্দ্র , শাবানা আজমি এবং জয়া বচ্চন। ছবির গল্প লিখেছেন তিনজন- ঈষিতা মৈত্র, শশাঙ্ক খৈতান এবং সুমিত রায়।প্রসঙ্গত, ৬ জুলাই অর্থাত আজ রণবীর সিংয়ের জন্মদিন, সেই উপলক্ষেই অভিনেতাকে নিয়ে এই বড়সড় ঘোষণা করলেন করণ জোহর। প্রসঙ্গত, শেষবার করণের পরিচালনায় "অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল" মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু বক্স অফিসে সেরকম সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে "রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি"র কাস্টিং প্রকাশ্যএ আসতেই সিনেদর্শকদের মধ্যে কৌতূহলের পারদ চড়েছে। মঙ্গলবার এক টিজারের মাধ্যমেই ছবির ঘোষণা করা হল ধর্মা প্রোডাকশনের তরফে। করণ জোহার পরিচালিত এবং রণবীর-আলিয়া জুটি অভিনীত এই রোম্যান্টিক ড্রামা মুক্তি পাবে ২০২২ সালে।

নিরাপদে থাকতে ভাইরাস বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

টিকা এসেছে, উন্নত দেশগুলোতে মাস্ক পরার কড়াকড়ি শিথিল হয়েছে, কিছু দেশে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস, তো অপরপ্রান্তে নাভিশ্বাস পরিস্থিতি। আমাদের দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো করোনাভাইরাসের 'ডেল্টা' ধরনের প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারন করেছে। নতুন করে আগের চাইতে আরও কঠোর লকডাউন জারি হচ্ছে। এই অবস্থায় ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষের করণীয় সম্পর্কে। মাস্ক পরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'জেনারেল ফর অ্যাকসেস টু মেডিসিন অ্যান্ড হেল প্রোডাক্ট'য়ের সহকারী পরিচালক ডা. ম্যারিঅ্যাঞ্জেলা সিমাও বলেন, "দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন বলেই যে একজন মানুষ পুরোপুরি নিরাপদ তা কখনই নয়। টিকা নেওয়া ব্যক্তি নিজে আক্রান্ত না

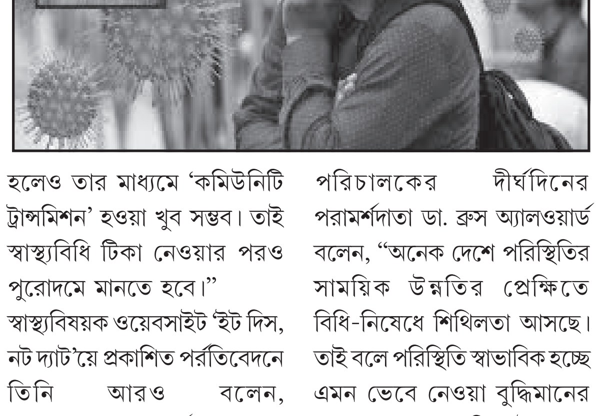

হলেও তার মাধ্যমে 'কমিউনিটি ট্রান্সমিশন' হওয়া খুব সম্ভব। তাই স্বাস্থ্যবিধি টিকা নেওয়ার পরও পুরোদমে মানতে হবে।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইট দিস, নট দ্যাট'য়ে প্রকাশিত পর্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ আছে এমন স্থানে থাকতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের দীর্ঘদিনের পরামর্শদাতা ডা. ব্রুস অ্যালওয়ার্ড বলেন, "অনেক দেশে পরিস্থিতির সাময়িক উন্নতির প্রেক্ষিতে বিধি-নিষেধে শিথিলতা আসছে। তাই বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে এমন ভেবে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।" "নিজ উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কারণ প্রতিনিয়ত নতুন করোনাভাইরাসের নতুন ধরণ দেখা দিচ্ছে। তাই স্বাস্থ্যবিধিতে শিথিলতা আনার সুযোগ এখনও নেই।" 'ডেল্টা' ধরনের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক ডা. মাইক রায়ান বলেন, "করোনাভাইরাসের 'ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট' অন্য ধরনগুলোর তুলনায় আরও কার্যকরভাবে মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে সক্ষম। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম তারা দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছেন এবং প্রাণ হারাচ্ছেন।" টিকা কাজ করবে না এমন 'ভ্যারিয়েন্ট' যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল'য়ের মুখপাত্র জেড ফুলসে সিএনএন'কে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে যে টিকাগুলোকে অনুমোদন দেওয়া হয় সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে ছড়িয়ে থাকা সবগুলো 'ভ্যারিয়েন্ট'য়ের বিপক্ষে কার্যকর। তবে টিকা যারা নিয়েছেন তাদের মাঝেও কয়েকটি 'ভ্যারিয়েন্ট' অসুস্থতা তৈরি করতে সক্ষম।"

সেন্সরশিপ নিয়ে বিস্ফোরক বিশাল ভরদ্বাজ, চুপ কেন ? প্রশ্ন আমির-শাহরুখকে

আমির-শাহরুখের ওপর ক্ষুব্ধ পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ। তারকা অভিনেতাদের প্রতি একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। বর্তমান দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমির খান বা শাহরুখ খানের মতো তারকাদের কেন মুখ বন্ধ? সেই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক বিশাল ভরদ্বাজ।সম্প্রতি মোজো স্টোরিতে সাংবাদিক বরখা দত্তকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে, বিশালকে সিনেমাটোগ্রাফ বিল নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। এই বিল অনুয়ায়ী কোনও সিনেমা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সার্টিফিকেশনের ছাড়পত্র পেলেও, কেন্দ্র চাইলে সেই ছবি নিয়ে ফের একবার যাচাই করতে পারবে। সেই নিয়ে কথা বলতে গিয়েই তিনি আমির এবং শারুখের নাম উল্লেখ করেন। পরিচালকের কথায়, আমির ও শাহরুখ এখন সিনেমাকে খুব কম গুরুত্ব দিচ্ছে। আগে আমির খানকে বহু বিষয় নিয়ে সরব হতে দেখা যেত। এখন তিনিও চুপ করে আছেন।ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পরিস্থিতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, যার ফলে চাপ সৃষ্টি হয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই নিয়ে পরিচালক বলেন, "এখনও স্টার পাওয়ার আছে। তারকারা যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে কথা বললেন মানুষ সেটাকে মনোযোগ দিয়ে শোনেন। অন্য সব বিষয় তখন চাপা পড়ে যায়। তাই সিনেমা সংক্রান্ত বর্তমান বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা দরকার" শাহরুখ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিশাল বলেন, "শাহরুখ যদি এ বিষয়ে মুখ খোলেন তাহলে অনেক মানুষ প্রভাবিত হবে। তাঁকে ট্রোল করা হলেও তাঁর কথায় আরো ৩০০ জনের যাঁরা এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কেরিয়ারে প্রভাব পড়বে। এটা কোনও প্রযোজক একটি প্রকল্পে যে বিনিয়োগ করেছে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ কোটি সেখানে প্রভাব ফেলবে। ব্যক্তিগতভাবে, আপনি যদি শাহরুখের সঙ্গে দেখা করেন তবে তাঁর কণ্ঠ রয়েছে, তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে এবং তিনি এটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেতে পারবেন-- আমির শাহরুখ দুজনেই পারবেন। কিন্তু ভয় হল, তাঁদের বলার ফলে আরো ৩০০ জনের কেরিয়ারেও বিভিন্ন ভাবে প্রভাব পড়তে পারে। তাঁরা নিজেদের কাছে দায়বদ্ধ থাকলে, আমার মনে হয় তাঁরা হয়তো এখনো বলতে পারে"।গত মাসে কেন্দ্র, সিনেম্যাটোগ্রাফ (সংশোধন) বিল ২০২১-এর খসড়া নিয়ে সাধারণের মতামত চেয়েছিল।

বুড়িমারী স্থলবন্দরে ঈদ উপলক্ষে ছয়দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ জুলাই।। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দরে ঈদুল আযহা উপলক্ষে ছয়দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে। তবে এসময় স্থলবন্দর দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের চলাচল অব্যাহত থাকবে। শনিবার (১৭ জুলাই) দুপুরে বন্দরের আমদানি-রফতানিকারক সমিতি ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন যৌথ আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে সোমবার (১৯ জুলাই) থেকে শনিবার (২৪ জুলাই) পর্যন্ত বন্ধের ঘোষণা দিয়ে স্থলবন্দর কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ইমিগ্রেশন ও ভারতীয় আমদানি-রফতানিকারকদের চিঠি দেয়া হয়েছে।

বুড়িমারী স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রুহুল আমীন বাবুল বলেন, ঈদ উপলক্ষে বুড়িমারী স্থলবন্দর ও ভারতের চ্যাংরাবান্দা শুল্ক স্টেশনের আমদানি-রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশন আলোচনার মাধ্যমে ছয়দিন আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বুড়িমারী ইমিগ্রেশন ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন বলেন, বন্দর দিয়ে বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে।

বুড়িমারী স্থলবন্দর কাস্টমস সহকারী কমিশনার (এসি) কেফায়েত উল্যাহ মজুমদার বলেন, বুড়িমারী স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক সমিতি ও সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন যৌথ আলোচনা সভায় ঈদ উপলক্ষে বন্দর ছয়দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী রোববার (২৫ জুলাই) থেকে বন্দরে আবার বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হবে।

অসম : প্রায় চার লক্ষ টাকা বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার কায়স্থগ্রামে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ জুলাই (হি.স.) : প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম থেকে পাচারের পথে বিপুল পরিমাণের বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সঙ্গে গাড়ি চালক আলতাফ উদ্দিনকেও আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত সিগারেটের বাজার মূল্য আনুমানিক চার লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নিলামবাজার ও করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে নেমে কায়স্থগ্রাম এলাকায় অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি সাতকরা বোঝাই এমজেড ০১ পি ০৯৭৮ নম্বরের বলেরো পিকআপ ভ্যানি গাড়ি আটক করে। পুলিশের তাল্লাশি অভিযানে সাতকরার নীচে লুকিয়ে রাখা বৃহৎ পরিমাণের বার্মিজ সিগারেটের কার্টুন উদ্ধার করেন অভিযানকারীরা। পুলিশ তৎক্ষণাৎ গাড়ি চালক আলতাফ উদ্দিনকে তাঁদের কব্জায় নিয়ে নেয়। বলেরো পিকআপ গাড়ি এবং চালক নিলামবাজার পুলিশের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই কায়স্থগ্রাম এলাকায় ত্রিপুরাগামী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ওৎ পেতে বসেছিল পুলিশ বাহিনী। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এই সাফল্য লাভ করে। বলেরো পিকআপ গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে করিমগঞ্জের দিকে যেতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালাতেই চোখ ছানাবড়া পুলিশ দলের। সাতকরার নীচে থেকে চল্লিশ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত গাড়ি চালক আলতাফ উদ্দিনের বাড়ি পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত ঝেরঝেরি এলাকায় বলে সে নাকি জানিয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সিগারেটের বাজার মুল্য চার লক্ষাধিক টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে অসম-মিজোরাম উভয় রাজ্যের সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের বাজারিছড়া থানাধীন মেদলিছড়াকে করিডোর করে স্থানীয় একটি চক্র বার্মিজ সিগারেট সহ নানা ধরনের সামগ্রীর পাচার বাণিজ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে পুলিশের কাছে বিস্তর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, রহস্যজনক ভাবে তাঁরা নীরব বলে সচেতন মহলের দাবি। মেদলিছড়া থেকে বেশ কয়েকটি পুলিশি চেকগেট পার হয়ে বেআইনি বার্মিজ সিগারেট কী ভাবে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বরাক উপত্যইকা সহ বহির্রাজ্যে পৌঁছতে পারছে, এই প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে। সম্প্রতি এই নির্দিষ্ট করিডোর দিয়ে পাচারের পথে করিমগঞ্জ বাইপাস এলাকায় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট ধরা পড়েছিল সীমান্ত বাহিনীর অভিযানে।

রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার প্রতিবাদে কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল সিরসা

সিরসা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : আইনে পাঁচ কৃষকের গ্রেফতারি নিয়ে হরিয়ানার সিরসায় তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন কৃষকরা।

ওই এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও শনিবার বিকেলের দিকে চাষিদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেন কৃষকরা। শুধু তাই নয়, জেলা পুলিশ সুপারের অফিসও ঘেরাও করা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। চাষিদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকায়েতও যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

কৃষকদের এই বিক্ষোভ নিয়ে হাই অ্যালার্ট জারি ছিল সিরসাতে। ১০ হাজার অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল শহর জুড়ে।

জায়গায় জায়গায় কয়েকস্তরীয় ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কৃষকরা বিক্ষোভ চালিয়ে গিয়েছেন। ব্যারিকেড ভেঙে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করে করে সিরসার এসপি অফিসের সামনে জড়ো হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি গ্রেফতার করা কৃষকদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে থাকা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা তুলে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ১১ জুলাই, রবিবার, বিতর্কিত তিন কৃষি আইন ও রাজ্যের বিজেপি-জেজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কৃষকরা। সেই সময় রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ও বিজেপি নেতা রনবীর গঙ্গাওয়ার অফিসিয়াল গাড়ি বিক্ষোভস্থল অতিক্রম করছিল। উত্তেজিত কৃষকরা গাড়িতে হামলা চালায়, গাড়ির কাচ ভেঙে দেয়। এই ঘটনায় বুধবার প্রায় শতাধিক কৃষকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় বৃহস্পতিবার সকালেই পাঁচ কৃষককে গ্রেফতার করে হরিয়ানা পুলিশ। এরপরই হরিয়ানা জুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। রাজ্যের উপর মুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌটালা এবং শক্তি মন্ত্রী রনজিৎ সিং চৌটালার বাড়ির সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঘটনাচক্রে, ওই দিনই 'রাষ্ট্রদ্রোহ আইন'-এর যথেচ্ছ অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আইনটিকে 'ঔপনিবেশিক' বলে মন্তব্য করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কেন এমন দমনমূলক একটি আইনের অস্তিত্ব থাকবে, সরকারের কাছে তা জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

অসম বিধানসভা সচিবালয়ের পার্কিংস্থল থেকে চুরি যাওয়া প্রাক্তনমন্ত্রী বিধায়ক ফণীভূষণের গাড়ি উদ্ধার, আটক তিন

গুয়াহাটি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : অসম বিধানসভা সচিবালয়ের পার্কিংস্থল থেকে বঙাইগাঁওয়ের আটবারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অগপ নেতা ফণীভূষণ চৌধুরীর চুরি যাওয়া ইনোভা গাড়ি উদ্ধার হয়েছে গোলাঘাট জেলার নুমলিগড়ে। গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখন পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে দিশপুর পুলিশ। ধৃতদের হারেস আলি, সফিকুল আহমেদ এবং আরিফুল আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একজন ফণীভূষণের চুরি যাওয়া গাড়ি এবং আরেকজন বিধায়ক কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেনের একটি গাড়ির ড্রাইভার।

গত ১৫ জুলাই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা বিধানসভা সচিবালয়ের পার্কিংস্থল থেকে রহস্যজনকভাবে প্রাক্তন মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীর গাড়িটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা সম্পর্কে সংলগ্ন দিশপুর থানায় এফআইআর হয়। এফআইআর-এর ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে তদন্ত-অভিযানে নামে পুলিশ।

এদিকে সচিবালয় চত্বর থেকে গাড়িটি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় গোলাঘাট জেলার নুমলিগড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পর গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

ঘটনা সম্পর্কে অগপ নেতা তথা বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী জানান, মূলত এই গাড়ির মালিক তিনি নন। বঙাইগাঁওয়ের জনৈক প্রদীপ শর্মা তার মালিক। প্রদীপ তাঁর ইনোভা গাড়িটি পুলিশ বিভাগকে ভাড়া দিয়েছিলেন। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন ওই ইনোভা তাঁর এসকোর্টের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। গাড়ির চালক ছিল সফিকুল আহমেদ। এখন তিনি মন্ত্রী নন। তাই গাড়িটি বিধানসভা চত্বরে পার্কিংস্থলে রাখা ছিল।

এদিকে ধৃত হারেস আলি আজ সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে বলেছে, সে তার ভাই নব আলির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। গাড়িটি কেউ নিয়ে আসছিল। তখন ভাইকে আসতে বলেছিল গাড়ির চালক। ভাই তাকে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। নব আলিকে ধরতে জাল বিছিয়েছে পুলিশ।

পাকিস্তানে অপহৃত আফগান রাষ্ট্রদূতের মেয়ে

ইসলামাবাদ, ১৭ জুলাই (হি.স.) : আরও তিক্ত হল পাক-আফগান সম্পর্ক। পাকিস্তানে অপহৃত আফগান রাষ্ট্রদূতের মেয়ে। মুক্তি দেওয়ার আগে তাঁর উপর অত্যাচার করার অভিযোগও উঠেছে। পাকিস্তান প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি জানিয়েছে আফগান সরকার। গত ১৬ মে পাকিস্তানে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত নাজিবুল্লাহ আলিখিলর মেয়ে সিলসিলা আলিখিলকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। আফগানিস্তানের সংবাদ মাধ্যম টোলো নিউজ সূত্রের খবর, অপহরণকারীদের হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে আফগান প্রশাসন।

আফগানিস্তানের তরফে জারি করা সরকারি বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এ নিয়ে আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আফগান রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দ্রুত ব্যবস্থা করুক পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক আইন বলে আফগান রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মচারীরা বিশেষ রক্ষাকবচ পায়। আর সেই রক্ষাকবচ ভাঙার অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তাই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে আফগান বিদেশমন্ত্রক।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ছোঁয়াচে হিউম্যান মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত এক মার্কিন নাগরিক, সতর্ক প্রশাসন

নিউইয়র্ক, ১৭ জুলাই (হি.স.): করোনা আবহে আমেরিকার চিন্তা বাড়াচ্ছে আরেক ছোঁয়াচে অসুখ হিউম্যান মাঙ্কিপক্স। প্রায় দুই দশক পরে ফের মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত এক মার্কিন নাগরিক। বিষয়টি নিয়ে সতর্ক মার্কিন প্রশাসন।

আমেরিকার সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) শুক্রবার জানিয়েছে, সংক্রমণের ঘটনাটি ঘটেছে টেক্সাসে। সেখানকার এক জন দিন কয়েক আগে গিয়েছিলেন নাইজিরিয়ায়। দেশে ফেরার জন্য তিনি নাইজিরিয়ার লাগোস থেকে বিমানে চড়ে গত ৮ জুলাই যান আটলান্টায়। তার পর ৯ জুলাই আটলান্টা থেকে আর একটি বিমানে তিনি টেক্সাসের ডালাসে আসেন তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার জন্য। ওই ব্যক্তিই আক্রান্ত হয়েছেন মাঙ্কিপক্সে। সিডিসি এ-ও জানিয়েছে, আক্রান্ত ওই ব্যক্তির থেকে অন্য যাত্রীরাও সংক্রমিত হয়েছেন কি না জানতে দু'টি বিমানের সকলেরই খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে। তাঁদেরও রক্তপরীক্ষা করাতে বলা হচ্ছে।

২০০১ সালে যখন শেষ বার এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল আমেরিকায় তখন আক্রান্ত হয়েছিলেন ৪৭ জন। এই ভাইরাসও নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাক থেকে বেরনো ড্রপলেটের মাধ্যমেই ছড়ায় বলে সিডিসি সতর্ক করেছে সকলকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে এই ভাইরাসের সংক্রমণ মূলত দেখা যায় মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায়। মূলত বাঁদরের শরীরে থাকলেও এই ভাইরাস অন্য প্রাণীর শরীরেও ঢুকতে পারে। মানুষের শরীরে ঢোকে মূলত বাঁদর থেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের অন্য প্রাণীদের থেকেও মানুষের শরীরে ঢুকতে দেখা গিয়েছে।

একদমই না, ইস্তফা-গুঞ্জন খারিজ করে বললেন ইয়েদুরাপ্পা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার গুঞ্জনকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। ইয়েদুরাপ্পা এখন দিল্লিতে আছেন, রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা। এ বিষয়ে শনিবার স্বয়ং ইয়েদুরাপ্পাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জানান, 'একদমই না...'। ইয়েদুরাপ্পার সংযোজন, 'শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, কর্ণাটকের উন্নয়ন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আগস্টে আমি ফের আসব...এই ধরনের খবরের কোনও মূল্য নেই।'

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ইয়েদুরাপ্পা। শনিবার তিনি দেখা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে। নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে এদিন ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'কর্ণাটকে দলের উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমার সম্পর্কে তাঁর খুব ভাল মতামত। রাজ্যে পুনরায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য দলের হয়ে আমি কাজ করব।' মেকেদাতু প্রোজেক্ট সম্পর্কে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'মেকেদাতু প্রোজেক্টের অনুমতি পাওয়ার জন্য রাজনাথ সিং জি, অমিত শাহ জি, জে পি নাড্ডা জি, এছাড়াও জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করব।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দেশে কর আদায়ের রাজত্বে হতাশ জনতা : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রায়ই আক্রমণাত্মক রাহুল গান্ধী। এবার কর আদায় নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টপ দাগলেন তিনি। শনিবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'জনগণ হতাশ, কারণ দেশের কর আদায়ের রাজত্ব চলছে।' রাহুল এদিন টুইটারে আরও লেখেন, কংগ্রেস ভীত নয়, ভয় পাবেও না।

দেশের জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। শনিবার কর আদায় নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের হ্যান্ডেলে আপলোড করে টুইট করে রাহুল লেখেন, 'জনগণ হতাশ, কারণ দেশের কর আদায়ের রাজত্ব চলছে।'হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ অরিন্দরের, ক্যাপ্টেন বলেছেন যে কোনও সিদ্ধান্তই স্বাগত

চন্ডীগড়, ১৭ জুলাই (হি.স.): পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের সঙ্গে দেখা করলেন পঞ্জাব কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হরিশ রাওয়াত। শনিবার চন্ডীগড়ে অমরিন্দরের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন হরিশ রাওয়াত। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। এই বৈঠকের পর হরিশ রাওয়াত জানিয়েছেন, 'ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং জানিয়েছেন, কংগ্রেস সভানেত্রী যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেই সিদ্ধান্তকেই তিনি স্বাগত জানাবেন।'

বৈঠক প্রসঙ্গে অমরিন্দর সিংয়ের মিডিয়া উপদেষ্টা রবীন ঠুকরাল জানিয়েছেন, 'হরিশ রাওয়াতের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। জানিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।' এদিকে, এদিনই হরিয়ানার পাঁচকুলায় পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান সুনীল জাখারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কংগ্রেস নেতা নভজ্যোৎ সিং সিধু।

রামবানে বাড়িতে আগুনে মৃত্যু দুই ভাইয়ের, জখম মা ও ছেলে

বানিহাল, ১৭ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায় বাড়িতে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধহয়ে মৃত্যু হল দু''টি শিশুর। আগুনে জখম হয়েছেন ওই দুই শিশুর মা ও ৩ বছরের ছেলে। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রামবান জেলার মৈত্র-রাজগড় এলাকায়। মৃত শিশুদের নাম-সাহিল (৫) ও সৌরভ (৩)। জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তাঁদের মা সত্য দেবী (৩০) ও ভাই গৌরব (৩)। পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার মৈত্র-রাজগড় এলাকার বাসিন্দা রাজেশ কুমারের (সত্য দেবীর স্বামী) বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজের কারণে আগুন ধরে যায়। বাড়ির সদস্যরা আটকে পড়েন। আগুনে দগ্ধহন সত্য দেবী ও তাঁর তিন ছেলে। সাহিল ও সৌরভ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, দগ্ধঅবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি মা ও ছেলে।

জার্মানিতে বন্যায় মৃত্যু বেড়ে ১৩৩, ইউরোপে সেই সংখ্যা ১৫৩

বার্লিন, ১৭ জুলাই (হি.স.): ভয়াবহ বন্যায় জার্মানিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। বন্যায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিম জার্মানি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গও। শুধুমাত্র জার্মানিতে বন্যায় বিগত ৩-দিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩৩ জনের, ইউরোপে সেই ১৫৩। খোঁজ নেই বহু মানুষের, দিন-রাত এক করে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে দমকল ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। হেইনসবার্গ জেলায় একটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় গৃহহীন হাজার-হাজার মানুষ।জার্মানিতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর রাইন-ওয়েস্টফালিয়া ও রাইনল্যান্ড-প্যালেটিনেট, প্রকৃতির ধ্বংসলীলা শেষ হওয়ায় পর ধীরে ধীরে মানুষজন নিজেদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন। সকলের মতে, বিগত ৪৮ ঘন্টা তাঁদের কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন। রাইনল্যান্ড-প্যালেটিনেটে ৬০ জনের কোনও খোঁজ নেই, আহতের সংখ্যা ৬০০-র বেশি। প্রাণহানির পাশাপাশি বন্যায় প্রচুর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুৎ নেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

টিকাকরণে নজির, ১০০ শতাংশ টিকাকরণ রাজৌরির দু''টি পঞ্চায়েতে

জম্মু, ১৭ জুলাই (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকাকরণে নজির গড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার দু''টি গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজৌরির কোতরঙ্কের দু'টি পঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। গর্ভবতী একজন আশা কর্মী-সহ দুই পঞ্চায়েতে ১৮ বছরের উপরে সমস্ত ব্যক্তির করোনা-টিকার দু''টি ডোজই দেওয়া হয়েছে। যা একথায় নজির! গর্ভবতী আশা কর্মী নাসীম আখতার জানিয়েছেন, চার মাসের প্রসূতি হওয়া সত্ত্বেও আমি ও আমার ভূমিষ্ঠ না হওয়া শিশুকে সুরক্ষিত রেখে কাজ করে চলেছি। আমরা পাহাড় ও লেক পারাপার করি, ১০০ শতাংশ টিকাকরণে ভীষণ খুশি।

বাড়তে চলেছে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন টিকার দাম

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : বাড়ছে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন উভয় টিকার দাম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর এবার থেকে সরকারকে প্রতিটি কোভিশিল্ড টিকা কিনতে হবে ২১৫ টাকায়। আর কোভ্যাকসিনের প্রতিটি টিকা সরকারকে কিনতে হবে ২২৫ টাকায়।

এত দিন কেন্দ্র কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন প্রতিষেধকের প্রতিটি টিকা কিনছিল ১৫০ টাকা দামে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে দু'টি টিকার উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রকে এখন বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন। এবার সরকারকে প্রতিটি কোভিশিল্ড টিকা কিনতে হবে ২১৫ টাকায়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই টিকা পিছু বাড়তি খরচ হবে ৬৫ টাকা। আর কোভ্যাকসিনের প্রতিটি টিকার জন্য সরকারকে দিতে হবে বাড়তি ৭৫ টাকা। অর্থাৎ, প্রতিটি কোভ্যাক্সিন টিকা সরকারকে কিনতে হবে ২২৫ টাকায়। কেন্দ্র অবশ্য আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, ২১ জুনের পর কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিনের টিকার দাম সংশোধিত হতে পারে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওই কর্তা বলেছেন, "শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত দু'টি প্রতিষেধকের প্রায় ৪০ কোটি টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দু'টি প্রতিষেধকের ৫০ কোটি টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথেই হাঁটা হচ্ছে।"

কোভিড নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল তথ্যই মানুষকে মারছে : বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৭ জুলাই (হি.স.): বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেনের মতে, কোভিড-১৯ ও টিকা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল তথ্যই মানুষকে মারছে। যদিও, বাইডেনের এই "ভুল তথ্য" মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে ফেসবুক। ফেসবুকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করছে।"

আমেরিকার সময় অনুযায়ী শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের জো বাইডেন জানিয়েছেন, 'তাঁরা মানুষকে মারছে। আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র ভ্যাকসিন যাঁরা নেননি তাঁদের মধ্যে রয়েছে মহামারী এবং তাঁরা মানুষকে মারছে।' বাইডেনের মতে, কোভিড-১৯ ও টিকা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল তথ্যই মানুষকে মারছে। ফেসবুক অবশ্য বাইডেনের এই যুক্তিকে পুরোপুরি খণ্ডন করেছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৫-দিনের জন্য খুলল সবরীমালা মন্দির, প্রবেশে আবশ্যিক টিকা শংসাপত্র

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ জুলাই (হি.স.): আগামী ৫-দিনের জন্য উন্মুক্ত হল কেরলের সবরীমালা মন্দির। বিশেষ পূজার্চনার জন্য সবরীমালা মন্দির খোলা থাকবে ১৭-২১ জুলাই পর্যন্ত। মন্দিরে প্রবেশের জন্য আবশ্যিক কোভিড-টিকাকরণের শংসাপত্র, অথবা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জারি করা নেগেটিভ আরটি-পিসিআর রিপোর্ট লাগবে। অনলাইন বুকিংয়ের পরই মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে।শনিবার সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সবরীমালা মন্দিরের দ্বার। মন্দিরে কঠোরভাবে মনে চলা হয় কোভিড-বিধি। সকলের মুখেই মাস্ক ছিল, তবে মাঝেমধ্যেই সামাজিক দূরত্ববিধি উপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। বিশেষ পূজার্চনার জন্য ২১ জুলাই অবধি খোলা থাকবে সবরীমালা মন্দির। প্রতিদিন অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে ৫ হাজার ভক্তকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সাঁতরাগাছি ব্রিজের রেলিং ভেঙে ঝিলে লরি, খোঁজ নেই চালক ও খালাসির

হাওড়া, ১৭ জুলাই (হি.স.): সাঁতরাগাছি ব্রিজে ওঠার সময় রেলিং ভেঙে ঝিলে পড়ে গেল নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি লরি। শনিবার ভোর চারটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর থেকেই লরির চালক ও খালাসির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যেই হাইড্রোলিক ক্রেনের সাহায্যে ঝিল থেকে লরি তোলা হয়েছে। দমকলের পক্ষ থেকে ডুবুরি নামানো হয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে বন্ধ ছিল যান চলাচল। হাওড়াগামী লেনে যানজট তৈরি হয়।পুলিশ সূত্রের খবর, ভোর তখন চারটে হবে, কলকাতা থেকে সাঁতরাগাছি ব্রিজে ওঠার সময় বাঁদিকের রেলিংয়ে ধাক্কা মারে একটি লরি, এরপর ডানদিকে ধাক্কা মেরে ৫০ ফুট নীচে ঝিলে পড়ে যায়। লরিটি পড়তে দেখে সঙ্গে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই জগাছা থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর, হাইড্রোলিক ক্রেনের সাহায্যে ঝিল থেকে লরি তোলা হয়। তবে, চালক ও খালাসির সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রাণ বাঁচাতে চালক ও খালাসি লরি থেকে ঝিলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ডুবুরি নামিয়ে ঝিলে তাঁদের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

পশ্চিম চম্পারণে বিষমদে মৃত বেড়ে ১৬, আটক ৫ জন

পাটনা, ১৭ জুলাই (হি.স.): বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬-তে পৌঁছল। বিষমদ কাণ্ডের তদন্তে নেমে মোট ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, বিষমদ খেয়েই ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত ৮ জনের পরিজনরা জানিয়েছেন, মৃতরা মদই খাননি। জেলাশাসক কুন্দন কুমার জানিয়েছেন, 'আমরা জানতে পেরেছি বিগত ২-৩ দিনে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। তাঁদের পরিজন ও গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁরা মদই খাননি। এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ও তদন্ত শুরু হয়েছে।' ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ললন মোহন প্রসাদ জানিয়েছেন, '৪০ জনের বক্তব্য শুনেছি আমরা। শুরুর দিকে সকলেই জানিয়েছেন কেউ মদ খাননি। যদিও, চিকিৎসাধীন দু''একজন জানিয়েছেন তাঁর মদ খেয়েছিলেন।' চম্পারণের জেলাশাসক কুন্দন কুমার জানিয়েছেন, মৃতরা মূলত দেউরাওয়া, জোগিয়া ও বাগাহি নামের তিনটি গ্রামের বাসিন্দা।

ভারতে ৪৪.২০-কোটির ঊর্ধ্বে কোভিড-টেস্ট, সুস্থতা ৯৭.৩১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): ভারতে ৪৪.২০-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৯,৯৮,৭১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৪,২০,২১,৯৫৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,৯৮,৭১৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ০৭৯ জন। ভারতে ফের কমে গেল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৬,৩৯৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,২৪,০২৫ জন (১.৩৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৩,৯১৬ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৪,১৩,০৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫৬০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,০২,২৭,৭৯২ জন (৯৭.৩১ শতাংশ)।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনার বলি ২০৪ জন

ঢাকা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরও ২০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৪৮৯ জন। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতর। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরও ২০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যা গতকাল ছিল ১৮৭ জন। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনায় মোট প্রাণহানি হয়েছে ১৭ হাজার ৬৬৯ জনের। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৪৮৯ জন। এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০,৯২,৪১১ জন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৮,৮২০ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৯,২৩,১৬৩ জন। ২৪ ঘণ্টায় ৩০,০১৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়েছে ২৯,২১৪টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ২৯.০৬ শতাংশ।

'ব্যাঙ্ক মিত্র'-র বাড়িতে লুঠের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় প্রৌঢ়াকে খুনের চেষ্টা

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার রাতে পশ্চিম বর্ধমানে কাঁকসার মলানদিঘিতে এক 'ব্যাঙ্ক মিত্র'-র বাড়িতে লুঠের চেষ্টা হয়। বাধা দেওয়ায় তাঁর মা-কে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক মিত্রর কাজ করেন আক্রান্ত প্রৌঢ়ার ছেলে। বাড়িতে তাঁর অফিস রয়েছে। পরিবারের দাবি, গতকাল রাতে ছেলের অফিস ঘরেই শুয়েছিলেন প্রৌঢ়া। অভিযোগ, লুঠের উদ্দেশ্যে বাড়িতে ঢোকে স্থানীয় দুষ্কৃতী। প্রৌঢ়া বাধা দেওয়ায় তাঁকে ওই দুষ্কৃতী ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপাতে যায়। প্রৌঢ়ার চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে ওই দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। পরে তাকে গ্রেফতার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত স্থানীয় যুবক। ঘটনাস্থলে সে মোবাইল ফোন ফেলে যায়। তার ধারণা ছিল ব্যাঙ্ক মিত্রের ঘরে অনেক টাকা আছে।

করোনা বিধি না মানলে আগামী মাসেই দৈনিক আক্রান্ত ১ লক্ষ ছাড়াবে ঃ আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : আগস্টেই হানা দিতে পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর)। আইসিএমআর-এর মতে দেশে সঠিকভাবে করোনাবিধি না মানলে তৃতীয় ঢেউ আগস্টেই হানা দিতে পারে দেশে। সে ক্ষেত্রে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ফের ১ লক্ষ ছাড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' (আইসিএমআর)-এর 'এপিডিমিয়োলজি অ্যান্ড কমিউনিকেবল ডিজিজ' বিভাগের প্রধান সমীরণ পণ্ডা জানিয়েছেন, করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ঠিক ভাবে মানা না হলে পরস্থিতি দ্বিতীয় ঢেউয়ের থেকেও মারাত্মক আকার নিতে পারে। তাঁর কথায়, "প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সেই মতো পদক্ষেপ করতে হবে। এমন অনেক রাজ্য আছে, যেখানে সংক্রমণের প্রথম দু'টি ঢেই সে ভাবে আঘাত হানতে পারেনি। কিন্তু সক্রিয় না হলে ওই রাজ্যগুলিতেও তৃতীয় ঢেউ তীব্র আঘাত হানতে পারে।"

বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউয়ের শিকার হতে পারে বলে ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস দিয়েছেন আইসিএমআর-এর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। সমীরণ জানিয়েছেন, টিকাকরণের কাজ বেশি হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে কোভিড বেশি ছড়াতে পারবে না। ছড়ালেও মারণ রূপ নিতে পারবে না। যেখানে আক্রান্ত বেশি, সেই এলাকাগুলিতে জোর দিতে হবে চিকিৎসার উপরে। তবেই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হবে।

ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে করোনাভাইরাসের 'ডেল্টা প্লাস' প্রজাতির খোঁজ মিলছে। সে সম্পর্কে আশঙ্কার কথা জানিয়ে সমীরণ বলেন, "ভাইরাসটি যত রূপান্তরিত হবে পরিস্থিতির তত অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"

বিশ্ব মানচিত্রে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করছে ভারত : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও আধা-সামরিক বাহিনী, যাঁরা সীমান্ত সুরক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের অবস্থান যথেষ্ট গৌরবান্বিত। শনিবার বিএসএফ-এর একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'যাঁরা সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছেন, তাঁদের স্যালুট জানাচ্ছি। বিশ্ব মানচিত্রে নিজের অবস্থানকে মজবুত ও শক্তিশালী করছে ভারত। সাহসীদের যোদ্ধাদের কখনওই ভুলে যাওয়া যাবে না। বিএসএফ ও আধা-সামরিক বাহিনী, যাঁরা সীমান্ত সুরক্ষা করছেন, তাঁদের জন্য বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের যথেষ্ট গৌরব রয়েছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষাই জাতীয় সুরক্ষা। আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আধা সামরিক বাহিনীর উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আমাদের একটি স্বাধীন প্রতিরক্ষা নীতি রয়েছে, যাঁরা আমাদের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তাঁদের সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া হয়।' অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, 'দীর্ঘ সময়ের জন্য, কিছু কারণে সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। যখন অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার গঠিত হয়েছিল, তখন বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, অজয় কুমার মিশ্র ও স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর অরবিন্দ কুমার প্রমুখ। শহিদ বিএসএফ জওয়ানদের এদিনের অনুষ্ঠানে মরণোত্তর মেডেল প্রদান করা হয়। বিএসএফ কর্মীদের অসামান্য সাহসিকতার জন্যও মেডেল দেওয়া হয়েছে।

শক্তি বাড়ছে নৌবাহিনীর, আমেরিকা থেকে আসছে এমএইচ-৬০ আর হেলিকপ্টার

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.): শক্তি আরও বাড়তে চলছে ভারতীয় নৌবাহিনীর। ভারতের হাতে এল অত্যাধুনিক ও বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন দু"টি এমএইচ-৬০ রোমিও হেলিকপ্টার। দু'টি হেলিকপ্টার আমেরিকা থেকে শীঘ্রই ভারতে আসতে চলেছে। এই হেলিকপ্টারের অন্তর্ভুক্তি নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবে। দু'টি সিকোরস্কাই এমএইচ-৬০ আর মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে আমেরিকা নৌবাহিনী। আমেরিকার সান দিয়েগোতে (নর্থ আইল্যান্ড) সে দেশের নৌসেনা ঘাঁটিতে এই হেলিকপ্টার হস্তান্তর হয়। সেখানে হাজির ছিলেন আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধু ও ভারতের নৌ ডেপুটি প্রধান ভাইস এডমিরাল রবণীত সিং। হেলিকপ্টার হস্তান্তরের পর সান্ধু জানান, "ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্ব আরও একটা নতুন পর্যায়ে পৌঁছল।"

২৪০ কোটি ডলারের চুক্তিতে আমেরিকার লকহিড মার্টিন-কে ২৪টি এমএইচ-৬০ আর হেলিকপ্টারের বরাত দিয়েছে ভারত। এমএইচ-৬০ আর হেলিকপ্টার সব রকম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম। যে কোনও রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে এই হেলিকপ্টার। ২০২০-র ফেব্রুয়ারি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকাকালীন এই হেলিকপ্টার কেনার চুক্তি করেছিল ভারত।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্টেশনের নামফলকে তিন ভাষার সঙ্গে বসল সংস্কৃত হরফ

বারাণসী, ১৭ জুলাই (হি .স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচন কেন্দ্রে রেল স্টেশনের সাইনবোর্ডে ঠাঁই চলে এল সংস্কৃত। সম্প্রতি বারাণসীর একটি স্টেশনের নাম বদলান হয়েছে। স্টেশনের নয়া নাম-ফলকে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দুর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে সংস্কৃতও।

ভারতীয়ত্ব ও নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর বরাবরই গুরুত্ব দেয় বিজেপি। আধুনিকতার চেয়েও সনাতন ঐতিহ্যের ওপর জোর দিতে বলে কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তর-পূর্ব রেলের সংস্কৃত ভাষায় নাম লেখার উদ্যোগ এই প্রথম। তবে গত বছর উত্তর রেলের দেহরাদূন স্টেশনের নাম-ফলককে সংস্কৃত দেখা গিয়েছিল। সেখানে উর্দুতে লেখা নাম মোছা নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। মোদীর 'বনারসে' সংস্কৃতের পাশাপাশি সহাবস্থান দেখা গিয়েছে উর্দুরও। উত্তর-পূর্ব রেলের অন্তর্গত মন্ডুয়াডিহি স্টেশনের নাম বদলে হয়েছে 'বনারস'। ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি দেবনাগরি হরফে হিন্দি এবং সংস্কৃতে নাম লেখা হয়েছে স্টেশনের। বারাণসী জংশন থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মন্ডুয়াডিহি এখন চলে এসেছে রাজনীতির আলোচনায়। উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) পঙ্কজ সিংহ বলেন, "বারাণসী দেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। তাই রেল এখানকার সাইনবোর্ডে সংস্কৃত ভাষায় নাম লিখেছে।" তিনি জানান, ভারতীয় রেলের নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি এবং হিন্দিতে নাম লেখা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, সংবিধান স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা এবং উর্দু ও সংস্কৃতেও স্টেশনের নাম লেখা যায়।

গবাদী পশুরু মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুলাই।। আজ একটি অবুঝ প্রানীর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি মরা চৌমূহনী এলাকায়। গতকাল রাতে উদয়পুর মহকুমা জামজুড়ি, বৈষ্ণবীরচর এলাকায় প্রচন্ড বৃষ্টি হয়। এই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার নিম্নানঞ্চল সমূহ জলমগ্ন হয়ে পরে। আজ দুপুরের পর মরা চৌমূহনী এলাকার তাজির ইসলামের গবাদি পশুটি ঘাস খাওয়ার জন্য জমিতে নামার কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসি গবাদি পশুর মালিক তাজির ইসলামকে খবর দিলে উনি দেখতে পান গবাদি পশুটি মৃত অবস্থায় পরে রয়েছে। সাথে সাথে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়া হলে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গবাদি পশুটি মৃত অবস্থায় পরে রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। বৃষ্টির ফলে বৈদ্যুতিক খুঁটি গুলো লোহার হওয়ায় বিদ্যুতের সংস্পর্শে গবাদি পশুটি বৈদ্যুতিক শকখেয়ে তড়িদাহত হয়ে প্রান হারান। এলাকাবাসী বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নিকট লোহার বৈদ্যুতিক খুঁটির পরিবর্তে কংক্রিটের পুল ব্যবহার করার দাবি জানান গবাদি পশুর মালিক তাজির ইসলাম বলেন এই গবাদি পশুটির বাজার মূল্য আনুমানিক ষাট হাজার টাকা। সামনেই বরকি ঈদ।গবাদি পশুর মৃত্যুতে তাজির ইসলাম কান্নায় ভেঙে পড়েন।

তেলিয়ামুড়ায় গুলিবিদ্ধ দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুলাই।। ছোট ছেলের বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত জন্মদাত্রী মা এবং বড় ছেলে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে ত্রিপুরা রাজ্যের রেফারেল হাসপাতাল জি বি তে। গুরুতর আহত হয় রবি চরন দেববর্মার পত্নী স্বর্ণালী দেববর্মা এবং ছেলে রাজকুমার দেববর্মা।ঘটনার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন নুনাছড়া এডিসি ভেলিজের কালীচরণ পাড়াতে শনিবার আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ। সংবাদে জানা যায় তেলিয়ামুড়া শহর থেকে চড়াই-উৎরাই পার করে প্রায় ২৫ কিলোমিটার প্রত্যন্ত এলাকা তথা নুনাছড়া এডিসি ভিলেজের কালীচরণ পাড়া। প্রতিদিনের মত রবী চরন দেববর্মা জুম এর কাজ শেষ করে খাওয়া-দাওয়া করে। পারিবারিক কলহের জের টেনে রবি চরণ দেববর্মার ছোট ছেলে সাজেস দেববর্মা সাথে বড় ছেলে রাজকুমার দেববর্মা এবং স্ত্রী স্বর্ণালী দেববর্মা কথা কাটাকাটি হয়। কোন এক সময় সাজেশ দেববর্মা বন্দুক নিয়ে এসে নিজের জন্মদাত্রী মা স্বর্ণালী দেববর্মা এবং বড় ভাই রাজকুমার দেববর্মার উপর গুলি চালিয়ে দেয়। যদিও গুলি দু জনের পায়ের মধ্যে লাগে। তাতে গুরুতর আহত হয় দুজনে। গুলির আওয়াজ শুনে এলাকাবাসীরা রবি চরণ দেববর্মার বাড়িতে ছুটে গিয়ে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতলে গুলি বের করার কোন পদ্ধতি না থাকায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয় । এদিকে এ ঘটনার পর এলাকাবাসীদের আনাগোনা দেখে ঘটনা স্থল থেকে পালিয়ে জঙ্গলে গা দেখা দিয়েছে। এদিকে সাজেস দেববর্মা বন্ধুক বা কোথা থেকে পেলে। যদিও উগ্রপন্থীদের আনাগোনা ওই এলাকায় নেই বললেই চলে। তাহলে সে বন্দুক এল কোথা থেকে। পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করলে আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে।

হিমন্তবিশ্ব সরকারের বাজেটে বঞ্চিত বরাক উপত্যকা, অভিযোগ বিডিএফ-প্রধান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ১৭ জুলাই (হি.স.) : বাজেটে পরিকল্পনা ও অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব চেয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। সে অনুযায়ী বরাকের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ২০টি দাবি অর্থমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছিল বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট। কিন্তু তার একটিও ২০২১-২২ বাজেট প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুলেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, এই বাজেট আমাদের সর্বার্থে আশাহত করেছে কারণ। একমাত্র মিনি সচিবালয় ছাড়া এই বাজেটে আর কোনও প্রকল্পের উল্লেখ নেই, যা বরাকের বাসিন্দাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারে। তিনি বলেন, বিডিএফ-এর পাঠানো প্রস্তাবগুচ্ছের মধ্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজকে সুপার স্পেশালিটি স্তরে উন্নীত করা এবং করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। তিনি বলেন, প্রতিটি বরাকবাসী জানেন, এই দুই বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলি তাঁদের জীবনমরণের সাথে জড়িত। কিন্তু এবারের বাজেটে রাজ্যে নতুন আরও পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব থাকলেও বরাকের বহুদিনের এই দুই দাবিকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, এটা দুর্ভাগ্যজনক।

প্রদীপবাবু বলেন, এছাড়া কাছাড় কাগজ কলের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারেও যে সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই তা-ও এই বাজেট প্রস্তাব থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। বিডিএফ-প্রধান আরও বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কমাতেও এই বাজেটে কোনও প্রস্তাব রাখা হয়নি। তাই প্রান্তিক জনগণের কল্যাণে যে সব প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানো হয়েছে তাতে কোনও উন্নতিই সূচিত হবে না। কারণ এই "লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে নেবে"। বরঞ্চ ভোজ্য তেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পণ্যের যে হারে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে প্রান্তিক নাগরিকদের অবস্থা আগামীতে আরও খারাপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, শিলচরের জন্য একটি চিড়িয়াখানার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তা কীসের কাজে লাগবে তা তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। এর চেয়ে বরং বিডিএফ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী শিলচর শশ্মানে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও তাতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ উপকৃত হতেন।

বিডিএফ-এর অপর দুই আহ্বায়ক পার্থ দাস ও জওহর তারণ বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ মকুব বা অরুণোদয় প্রকল্পে ভাতাবৃদ্ধি এ সব করে কখনও রাজ্যের স্থায়ী সম্পদ বা স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি হবে না। এ সব শুধু আগামী লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে সরকারের জনমোহিনী উদ্যোগ। তাঁরা বলেন, শিলচর শহরের যানজট সমস্যা দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। বিডিএফ সেজন্য বৃহত্তর শিলচরের চারদিক দিয়ে একটি রিংরোড নির্মাণ ও প্রস্তাবিত উড়ালপুল নির্মাণের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বাজেটে পাঁচটি নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব থাকলেও রাজ্যের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের জ্বলন্ত সমস্যাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি বর্তমান অর্থমন্ত্রী। এছাড়া তিনটি জেলায় সিভিল হাসপাতালের উন্নতিকল্পে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারেও নীরব মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁরা আরও বলেন, শিলচর এবং করিমগঞ্জ শহরের মাস্টার ড্রেনেজ প্রকল্প বা বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করতে সরকারের যে আগ্রহ নেই তা-ও বোঝা গেছে এই বাজেট প্রস্তাব থেকে। বিডিএফ সদস্যরা এদিন বলেন, যেহেতু বাজেটের ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল তাই এভাবে মতামত চেয়ে বরাক তথা অন্য প্রান্তের সচেতন নাগরিকদের হেনস্থা ও অপমান করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

উদয়পুরে নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ই জুলাই।। উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার অন্তর্গত পিত্রা আউট পোষ্টের পিত্রা এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটায় এক ছয় বছরের নাবালিকা মেয়েকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠে এলাকারই এক বখাটে যুবক। ঘটনা পিত্রা আউট পোষ্টের পিত্রা এলাকায় জুয়েলারি দোকানের কর্মচারী মিঠুন সরকার। বয়স ৩৩। পিতা হারাধন সরকার। মিঠুন প্রায়ই ঐ ছয় বছরের নাবালিকা মেয়েকে চকলেট আইসক্রিমের মতো লোভনীয় মুখরোচক চিপসপ্যাকেট দেওয়ার ছল করতো। গতকাল দুপুরে একাকীত্বের সুযোগে ছয় বছরের নাবালিকা কন্যা সন্তানকে চকলেট লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং নাবালিকার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। নাবালিকা মেয়ের চিৎকারে আশেপাশের এলাকাবাসী ঐ অভিযুক্ত মিঠুন সরকারকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেন। পরবর্তীতে নাবালিকা মেয়ের মা পিত্রা আউট পোষ্টে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং পিত্রা আউট পোষ্টে কর্মরত পুলিশ কর্মীরা অভিযুক্ত মিঠুন সরকারকে গতকাল সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করে রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় নিয়ে আসেন এবং মহিলা থানা মিঠুন সরকারের বিরুদ্ধে ৪৪৮,৩৫৪(বি)ও পক্সো আইনের ধারা সংযুক্ত করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেস নাম্বার লিপিবদ্ধ করেন মহিলা থানার এহ আই সুমিত্রা কাপালি। কেস নং ৪৩ / ২০২১,উদয়পুর রাধাকিশোরপুর মহিলা থানা। অভিযুক্ত মিঠুন সরকারের বিরুদ্ধে ৪৪৮,৩৫৪(বি)ও পক্সো আইনের ধারা প্রয়োগ করে সুমিত্রা কাপালি আজ উদয়পুর কোর্টে প্রেরণ করা হলে আদালত দুই পক্ষের সাক্ষ্যবাক্য শুনে অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। মহিলা থানার এস আই সুমিত্রা কাপালি উপরি উক্ত ধারাগুলো প্রয়োগ করায় অভিযুক্ত মিঠুন সরকারের ১৪ দিনের জেল হেফাজত হওয়ায় পিত্রা সহ গোটা উদয়পুর মহকুমাবাসী বাহবা প্রকাশ করেছেন।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

সিপিআইএম পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা কে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করার লক্ষ্যেই এ ধরনের নাশকতা মূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

সুস্থতায়

● **প্রথম পাতার পর**

করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, এই প্রথম পশ্চিম জেলা সংক্রমণে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ জেলা। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৮২ জন, দক্ষিন জেলায় ৮৫ জন, গোমতি জেলায় ৬৮ জন, ধলাই জেলায় ৩৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৩ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

পূজা শুরু

● **প্রথম পাতার পর**

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও সুদিপ্ত বিশ্বাস। বিধায়ক রতন চক্তবর্তী এক শুভেচ্ছাবার্তায় জাতি-জনজাতির সৌভাতৃত্বের উৎসব ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা উপলক্ষ্যে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কোভিড মহামারীর কারণে সমস্ত সরকারি নিয়ম নীতি মেনে ভিড় এড়িয়ে চলার আহ্বান রাখেন।

ধৃত এক

● **প্রথম পাতার পর**

একাংশ যুবক ব্রাউন সুগার হেরোইনের মত মরন নেশার ফাঁদে পড়ে তাদের জীবন ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হয়ে পরবর্তীতে ড্রাগস পাচার এবং ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়ছে কিছু উঠতি বয়েসের যুবক যুবতীরা। নেশায় আসক্তদের হাতিয়ার করেই রাঘব বোয়ালেরা তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে। একমাত্র মুনাফা অর্জনের লক্ষেই ড্রাগস মাফিয়ারা শতশত যুবক যুবতীদের জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। পুলিশ কিছু নেশা কারবারিদেরকে আটক করলেও এই নেশার সাম্রাজ্য কিছুতেই রুখতে পারছে না। উত্তর জেলাতেও কয়েকশ যুবক এই নেশার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন তার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ মাঝে মাঝে কিছু পাচারকারিদের আটক করেই তাদের দায়িত্ব খালাস বলে মনে করছে।

কিন্তু এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে আগামীদিনে যুব সমাজের বড় একটা অংশ যে এই নেশার ফাঁদে পা দেবে না তা কেউই বলতে পারবে না। সংবাদে প্রকাশ শনিবার সকালে ধর্মনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হুরুয়া এলাকা থেকে ধাওয়া করে একটি লাল রঙ্গের টিআর০৫ডি০৪৬৭ নম্বরের গাড়ি সহ গাড়ি চালক রাসেল হুসেনকে আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে তল্লাশী করতেই বেরিয়ে আসে আনুমানিক ১০০টি ব্রাউন সুগারের কৌটো। রাসেল হুসেন এবং গাড়িটিকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই রাসেল হুসেন ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানায় সে এই ব্রাউন সুগার গুলো ধর্মনগর সঞ্জয় কলোনি এলাকার কুখ্যাত ড্রাগস কারবারী পিংকাইর বাড়ি থেকে ক্রয় করে তার বাড়ি কদমতলা থানাধীন ফুলবাড়ির উদ্যেশে যাচ্ছিল। পিংকাই নামের এই কুখ্যাত নেশা কারবারি যুবকের বাড়িতে এর আগেও একাধিকবার পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু তাকে আটক করতে পারেনি। পুলিশের কাছে এই পিংকাই নামটি পরিচিত। কারন দীর্ঘদিন ধরেই পিংকাই ড্রাগসের ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। ধৃত রাসেল হুসেনের কথা শুনে সাথে সাথেই ধর্মনগর থানার পুলিশ সঞ্জয় কলোনি এলাকায় পিংকাই"র বাড়িতে অভিযান চালায়। কিন্তু পুলিশের অভিযানের আগেই পিংকাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এখন দেখার এই কুখ্যাত গ্রাগস কারবারি পিংকাইকে পুলিশ গ্রফতার করতে সক্ষম হয় কি না। নেশার কবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।

এসসি ও এসটি

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কলেজের পড়ার ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের এই সহায়তা দেওয়া হবে। দুই পর্যায়ে এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর ৫০,০০০ এবং প্রথম বর্ষের পাশ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর বাকি ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার জমাতিয়া বলেন, ছাত্রছাত্রীরা এই সহায়তার সুযোগ গ্রহণের জন্য www.twscholarship.com অথবা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের www.twd.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে আগামী ২০ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে আবেদন করতে হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার জনজাতি, তপশিলী জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদশ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এধরণের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে আয়োজিত হয়েছে।

করোনা

● **প্রথম পাতার পর**

কারফিউ অমান্য করে অবাধে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও দোকানপাট খোলা হয়েছে। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে ছোটখাটো যানবাহন অটো ইত্যাদিও রাস্তায় নেমে গেছে। এ ধরনের কার্যকলাপ খুবই উদ্বেগজনক। এ ধরনের মানুষের খামখেয়ালিপনা ও অসচেতনতার কারণে সর্বস্তরের জনগণকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে ধাবিত হতে হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানার অন্তর্গত আনন্দ নগর বাজার, মলয় নগর, ইচা বাজার সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এ ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। উইকেন্ড কারফিউ মানছেন না তারা।

এদিকে আনন্দ নগর বাজার কমিটির সেক্রেটারি পরিতোষ ঘোষ প্রশাসনকে পাত্তা না দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসা। তার পাশাপাশি ডুকলি ইচাবাজার রেল ক্রসিং এর পাশে কোভিড বিধি না মানার চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। এনিয়ে সচেতন নাগরিকরা প্রশ্ন তুলছেন প্রশাসন কেন বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এ বিষয়ে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে করোনার তৃতীয় হয়ে ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে।

আটক

● **প্রথম পাতার পর**

থানাতে তুলে দেয়। রবিবার সকালে এই দুই বাংলাদেশি যুবককে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সুত্রে জানা যায়। আটককৃত দুই বাংলাদেশি যুবকের নাম মইনুল হোসেন ও মনসুর আহমেদ। মইনুলের বয়স চৌত্রিশ অপরদিকে মনসুরের বয়স বাইশ। উভয়ের বাড়ি বাংলাদেশের ফেনি জেলার পরশুরাম বাবুর কুমা এলাকায়। জানা যায় ,গতকাল রাতে ভারত বাংলা সীমান্তবর্তী সাড়াসীমা এলাকার কাঁটা তারের সীমান্ত ২১৬২ নং পিলার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় মনসুর ও মইনুলকে সীমান্ত প্রহরায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা আটক করে জিজ্ঞাসা বাদের পর বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারে নি। জিজ্ঞাসাবাদের পর মইনুল হোসেন জানায় , সে মোম্বাইয়ের একটি কন্সট্রাকশানের কাজের সাথে যুক্ত। সে মোম্বাই থেকে আগরতলা আসে ১৬ জুলাই। এরপর যোগাযোগ হয় মনসুর আহমেদের সাথে। মনসুর আহমেদ জানায় সে অটো মেকানিক হিসেবে বিলোনিয়া একটি দোকানের কর্মচারী। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাদ চালাচ্ছে।

দৌড়ঝাপ শুরু

● **প্রথম পাতার পর**

দাবি, মন্ত্রিসভায় নবাগতদের মধ্যে আট জেলা থেকে ছয় জন থাকবেন। তাছাড়া, অধ্যক্ষ হিসেবে নতুন মুখ পশ্চিম জেলা থেকেই দেখা যাবে। সব মিলিয়ে আগামী এক সপ্তাহ ত্রিপুরায় শাসক দলে রাজনৈতিক সমীকরণ দারুণভাবে পরিবর্তিত হতে দেখবেন রাজ্যবাসী, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। সূত্রের আরও খবর, তারুন্যে ভর করেই রদবদল ও সম্প্রসারণ হবে মন্ত্রিসভায়। এক্ষেত্রে অনেকের ভাগ্য খুলবে, তো সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে।

এদিকে আজ বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের পাশাপাশি বিধায়ক রামপ্রসাদ পালও উদয়পুর মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিষ দাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখেন, 'আজ শনিবার মা বিপদ নাশিনী ও শনি দেবের কৃপায় রাজ্যবাসী সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। জয় মা।'

ফলে সকলেই রাজ্যের মঙ্গল কামনা করছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

ডাইনি

● **প্রথম পাতার পর**

রোগ নিরাময় হয় না। তারা তখন ওঝার সন্ধানে দৌড়ঝাঁপ করে হাঁস, মুরগ,ডিম নিয়ে। পেটুয়া ওঝারা তখন দৈবশক্তির পূজার্চনার বিধান দেয়। ডাইনী তকমা থেকে বাঁচতে ওঁঝার সন্ধানে তৈদুর তৈছলং, গডক -১, কমলপুরের দুর্গাবস্তি সহ বিভিন্ন জায়গায় যায় ডাইনী ছাড়ানোর জন্য। বিজ্ঞানের যুগেও একাংশ উপজাতি অন্ধকার জগতে পড়ে আছে। অধুনা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে চলেছে তারা।

অবশ্য এর জন্য শুধুমাত্র ঐসব জনজাতি অংশের মানুষজনকে একতরফাভাবে দায়ী করে লাভ নেই। এর দায় সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক সংগঠন গুলিকেও অস্বীকার করতে হবে। ডাইনি প্রথা সম্পর্কে জনজাতি অংশের জনগণকে সচেতন করা সম্ভব হলে এ ধরনের অঘটন ঘটত না।

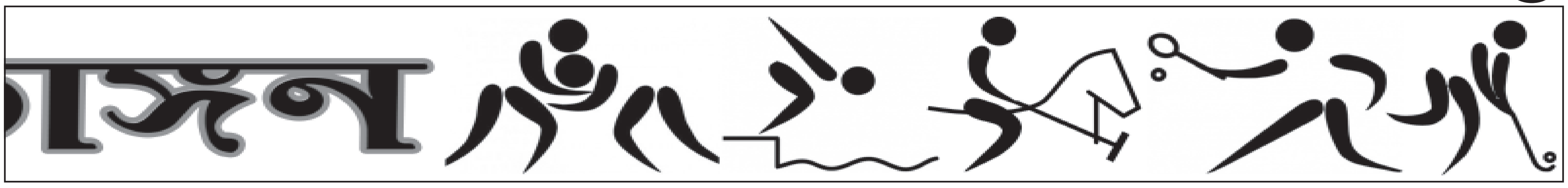

৬-দিন মাত্র বাকি, টৌকিও অলিম্পিক ভিলেজে প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ

টোকিও, ১৭ জুলাই (হি.স.): টোকিও অলিম্পিক শুরু হতে আর মাত্র ৬-দিন বাকি। তার আগে টোকিও অলিম্পিকের ভিলেজে প্রথম করোনা-সংক্রমণের হদিশ মিলল। শনিবার অলিম্পিক আয়োজকদের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। টোকিও অলিম্পিক আয়োজক কমিটির মুখপাত্র মাসা তাকায়া জানিয়েছেন, 'স্ক্রিনিং টেস্টের সময় প্রথম করোনা-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।'

অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে অবশেষে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই আয়োজিত হতে চলেছে অলিম্পিকের আসর। এর মধ্যেই অলিম্পিক্স ভিলেজে প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ মিলল। মাসা তাকায়া, অলিম্পিক আয়োজক সংস্থার মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'ভিলেজে একজন রয়েছে (করোনা আক্রান্ত)। এটাই ভিলেজে স্ক্রিন টেস্ট করার সময় ধরা পড়া প্রথম করোনা পজিটিভ কেস।'

যদিও এখনও করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির নাম, পরিচয় বা তিনি কোন দলের সঙ্গে যুক্ত, সেইসব বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।

আয়ারল্যান্ডের হয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন পঞ্জাবের সিমি সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ডের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির জন্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে নেয় আয়ারল্যান্ড। তৃতীয় ম্যাচে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন আয়ারল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিমি সিং। পঞ্জাবে জন্ম সিমির। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্রিকেটার বিশ্বের এক মাত্র ব্যাটসম্যান যিনি একদিনের ক্রিকেটে আট নম্বরে বা তার নীচে ব্যাট করতে নেমে শতরান করলেন। ১০০ রানেই অপরাজিত (৯১ বলে) থাকেন সিমি। তাঁর ব্যাটে ভর করে আয়ারল্যান্ড করে ২৭৬ রান। জেতার জন্য তা যদিও যথেষ্ট ছিল না।

তৃতীয় ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৩৪৬ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় ৯২ রানে ৬ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। কোনও লড়াই ছাড়াই যখন আত্মসমর্পণ করতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে, সেই সময় আয়ারল্যান্ড দলের হাল ধরেন আট নম্বরে ব্যাট করতে নামা সিমি। সিমির সামনে অনরিখ নোখিয়া, কেশব মহারাজদের দিশেহারা লাগে। ১-১ ব্যবধানে সিরিজ শেষ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম জয় পাওয়ার সিরিজে রেকর্ড সিমির। সিরিজ না হারা, এমন বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আয়ারল্যান্ডের সামনে।

চিন্তা নিয়েই অলিম্পিক্সে যাচ্ছেন বাংলার জিমন্যাস্ট প্রণতি নায়েক

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : জাতীয় দলের প্রশিক্ষক লক্ষ্মণ শর্মার সঙ্গে শনিবার রাতেই দেশ ছাড়ছেন২০১৯ সালে এশীয় আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সে ব্রোঞ্জ জেতা প্রণতি নায়েক। লক্ষ্য প্রথম বার অলিম্পিক্সে নেমেই আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্সের অলরাউন্ড বিভাগে পদক জয়। তবে তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা সেই ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারছেন না প্রণতি নায়েক।

আক্ষেপ করে প্রণতি বলেন, ''গেমস ভিলেজে পা রাখার আগে একটু চিন্তা তো হচ্ছেই। একে তো প্রথম অলিম্পিক্স, এর মধ্যে ঠিকঠাক অনুশীলনের সুযোগ পেলাম না। করোনা ও লকডাউনের জন্য প্রায় এক বছর গ্রামের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করার জন্য অন্তত পাঁচ মাস নিবিড় অনুশীলন প্রয়োজন। সেখানে মাত্র দুই মাস সাইতে অনুশীলন করলাম। তাই চিন্তা কমছে না। এই সময় যতটা ফুরফুরে থাকার কথা তেমন খোলা মনে থাকতে পারছি না।''

অলিম্পিক্সে দল এবং ব্যক্তিগত বিভাগে নামবেন প্রণতি। চারটি ইভেন্টে তাঁকে লড়াই করতে হবে। ফ্লোর এক্সারসাইজ, আনইভেন বার্স, ব্যালান্স বিম এবং ভল্ট। এই ভল্টে ব্যর্থ হয়ে গত রিও অলিম্পিক্সে চতুর্থ হয়েছিলেন দীপা কর্মকার। সেই দীপাও তাঁর বোনকে পরামর্শ দিয়েছেন।

অর্থ আত্মসাত এবং তছরুপের অভিযোগ থেকে মুক্ত মেসি

প্যারিস, ১৭ জুলাই (হি.স.) : লিওনেল মেসিকে স্বস্তি দিল স্পেনের আদালত। গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাত এবং তছরুপের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন মেসি। মেসির বিরুদ্ধে এই জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন ফেদেরিকো রেত্তোরি নামক এক আর্জেন্তিনীয় এক ব্যক্তি।

তাঁর দাবি, তিনি মেসির চ্যারিটিতে কাজ করতেন। তবে এই প্রথম নয়, ২০১৯ সালেও মেসির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছিলেন রেত্তোরি। সেবারেও তাঁর অভিযোগ নাকচ করে দেওয়া হয়। তবে স্পেনের আদালত জানিয়েছে, দুই বছর ধরে তদন্ত করেও কোনও অনৈতিক কাজ চোখে পড়েনি।ওই ব্যক্তির অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনও কিছু খুঁজেও পাওয়া যায়নি। মেসির সংস্থায় কাজ করতেন রেত্তোরি তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রবিবার হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে শিখর ধাওয়নের ইন্ডিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ১৭ জুলাই (হি.স.) : রবিবার টিম ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের অভিযান শুরু করছে। তিনটে ম্যাচই হবে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাদের মত প্রথম সারির তারকারা না থাকলেও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফেভারিট হিসাবেই শুরু করবে ভারত। শ্রীলঙ্কার দলেও একাধিক তারকা অনুপস্থিত থাকতে চলেছেন। এই প্রথমবার জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন শিখর ধাওয়ান। তাঁর ডেপুটি ভুবনেশ্বর কুমার।

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে দল বাছতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে। প্রথমে করোনা হানা দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা শিবিরে। এর পর চোটের কবলে পড়ে তারা। যার জেরে প্রথম একাদশের দুই ক্রিকেটার ছিটকে যান। অনুশীলনের সময়ে কুশল পেরেরার ডান কাঁধে চোট লেগেছে। আর বিনুরা ফার্নান্দোর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে বৃহস্পতিবারই চোট পেয়েছেন। তাই এই দুজনও ছিটকে গিয়েছেন। কুশল পেরেরার পরিবর্তে এই সিরিজে অধিনায়ক হিসেবে আগেই বেছে নেওয়া হয়েছিল দাসুন শনাকাকে। তবে ভারতের বিরুদ্ধে দল গড়তে গিয়ে ২৫ জন ক্রিকেটার খুঁজে পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

ইংল্যান্ডে গিয়ে শোচনীয় বিপর্যয়ের পর শ্রীলঙ্কা প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায় দাসুন শানাকার নেতৃত্বে। চলতি মাসের শুরুতেই ইংল্যান্ডে গিয়ে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে শ্রীলঙ্কা ০-৩ হারে।

শ্রীলঙ্কা সম্ভাব্য একাদশ: পাথুম নিশঙ্কা, চরিত আশালঙ্কা, দাসুন শানাকা (অধিনায়ক), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, রমেশ মেন্ডিস, ধনঞ্জয় ডিসিলভা, চামিকা করুনারত্নে, দুষ্মন্ত চামিরা, প্রবীণ জয়াবিক্রমা

ভারতের সম্ভাব্য প্রথম একাদশ: শিখর ধাওয়ান(অধিনায়ক), পৃথ্বী শ, সূর্যকুমার যাদব, মনীশ পান্ডে, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুনাল পান্ডিয়া, যুজবেন্দ্র চাহাল, দীপক চাহার, চেতন সাকারিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার

টটেনহ্যামেই থাকবেন হ্যারি কেন, আশাবাদী নতুন কোচ

লন্ডন, ১৭ জুলাই (হি.স.) : টটেনহ্যাম হটস্পার ফরোয়ার্ড হ্যারি কেনের ক্লাব ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জনের মাঝে ক্লাবের নতুন কোচ নুনো সান্তো ইংল্যান্ড অধিনায়ককে ধরে রাখতে মরিয়া। টটেনহ্যামের হয়ে সব মিলিয়ে ৩৩৬ ম্যাচে ২২১ গোল করেছেন কেন। গত মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে ৩৫ ম্যাচে ২৩ গোল করে গোল্ডেন বুট জেতেন ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার।

পর্তুগিজ এই কোচের আশা, টটেনহ্যামকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনায় কেনকে দলেই পাবেন তিনি। টটেনহ্যামের যুব দল থেকে উঠে আসা কেন ক্লাবের মূল দলে অভিষেকের পর থেকে খেলছেন প্রায় সাত বছর ধরে। কিন্তু এখনও জিততে পারেননি কোনো ট্রফি। সবশেষ লিগ কাপ শিরোপা জিতেছিল ২০০৮ সালে। তখন কেন ছিলেন যুব দলে। টটেনহ্যামের হয়ে তার উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে গেলে ২০১৮-১৯ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে খেলা। লিভারপুলের বিপক্ষে সেই ম্যাচে হেরেছিল তারা। গত মরশুমের শেষের দিকে কেনের কণ্ঠে ছিল দলগতভাবে শিরোপা জিততে না পারার হতাশা।

প্রিমিয়ার লিগে ২০২০-২১ মরশুম শুরুটা দারুণ করেছিল টটেনহ্যাম। গত ডিসেম্বরে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছিল তারা। পরে ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এরপর এপ্রিলে চাকরি হারান জোসে মরেনহিনও এবং শেষ পর্যন্ত সাত নম্বরে থেকে লিগ শেষ করে তারা।

দাবা বিশ্বকাপে করোনার থাবা সুস্থ আছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা

সোচি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না করোনা। অলিম্পিক্স ভিলেজের পর এবার করোনার হানা দাবা বিশ্বকাপে। রাশিয়ার সোচিতে ফিডে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। কেউ কেউ নামও তুলে নিয়েছেন। তবে আশার কথা হল, ভারতীয় খেলোয়াড়রা সুস্থ আছেন।

রাশিয়ার সোচিতে ফিডে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে ছেন বিশ্বজুড়ে ৫০ জন মাস্টার্স খেলোয়াড়। নিয়ম অনুযায়ী, একদিন অন্তর প্রত্যেকে খেলোয়াড়ের আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ দিনে দেখা গেল বেশ কিছু নাম প্রত্যাহার। অনেকে ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হলেন। বিশ্বের পাঁচ নম্বর খেলোয়াড় আর্মেনিয়ার লেভন অ্যারোনিয়ানের করোনা ধরা পড়ায় তিনি দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে নামতে পারেননি। শুক্রবার নামই তুলে নেন। সেই সঙ্গে বিশ্বের দুই নম্বর খেলোয়াড় আমেরিকার ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা খেলছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সুসান্ত মেগারান্তোর বিরুদ্ধে। কিন্তু মেগারান্তোর রিপোর্ট পজিটিভ আসায় খেলা মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়।

তবে আশার কথা হল, ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিরাপদেই রয়েছেন। ১২ জন ভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়েছেন। প্রত্যেকে এখনও পর্যন্ত সুস্থ। সর্বভারতীয় দাবা সংস্থার সচিব ভরত সিংহ চৌহান বলেছেন, "আমাদের সমস্ত খেলোয়াড় এবং কোচরা নিরাপদে রয়েছে। প্রত্যেককেই টিকা দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বয়সের কারণে তিন তরুণকে টিকা দেওয়া হয়নি।"

২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ যৌথ ভাবে আয়োজন করবে সৌদি আরব এবং ইতালি !

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (হি.স.) : ইংল্যান্ডের এক শীর্ষস্থানীয় ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে দাবিকরা হয়েছে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ যৌথ ভাবে আয়োজন করতে চাইছে সৌদি আরব এবং ইতালি। শোনা গিয়েছে, এই কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দিচ্ছে আমেরিকার একটি সংস্থা। মূলত সৌদি আরবকে সমর্থন করছে তারা। এমনকী ইতালি রাজি না থাকলে মরক্কো বা মিশরের সঙ্গে জুটি বাঁধতেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সৌদি আরবকে। ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজনের জন্য ইতিমধ্যেই অনেক দাবিদার তৈরি হয়েছে। স্পেন এবং পর্তুগাল অনেক আগেই জানিয়েছে যে তারা যৌথ ভাবে এই বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চায়। উয়েফার সমর্থনও রয়েছে তাদের প্রতি। দৌড়ে রয়েছে আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়েও। তবে সৌদি আরব এবং ইতালির যৌথ ভাবে আয়োজন করার প্রচেষ্টা বিস্মিত করেছে অনেককে। কারণ, যৌথ আয়োজনের ক্ষেত্রে এতদিন দেখা গিয়েছে যে পড়শি দুই দেশ জোট বেঁধেছে। কিন্তু সৌদি আরব এবং ইতালির দূরত্ব অনেক। দুটি আলাদা মহাদেশ। ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা সাধারণত বিভিন্ন মহাদেশে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কিন্তু দুটি আলাদা মহাদেশের দুটি দেশের এই উদ্যোগকে তারা সমর্থন জানাবে কিনা, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। এখনও অবশ্য সরকারি ভাবে কোনও তরফেই মুখ খোলা হয়নি।

শ্রীলঙ্কা সফরে সৌরভকে টপকে যেতে পারেন শিখর ধওয়ান

কলম্বো, ১৭ জুলাই (হি.স.) : শ্রীলঙ্কা সফরে শিখর ধওয়ানের সামনে শুধু অধিনায়কত্বের সুযোগই এনে দেয়নি, রয়েছে একাধিক নজির গড়ার সুযোগও। বিরাট কোহলীর পর দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ৬০০০ রান করার সুযোগ রয়েছে তাঁর সামনে। টপকাবেন প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই কীর্তি গড়তে ধওয়ানের দরকার আর ২৩ রান। দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে ৬০০০ রানের কৃতিত্ব রয়েছে কোহলীর। তিনি ১৩৬ ইনিংসে এই কাজ করেছিলেন। সৌরভের লেগেছিল ১৪৭ ইনিংস। ধওয়ান এখনও পর্যন্ত ১৩৯টি ইনিংস খেলেছেন। তাঁর মোট রান ৫৯৭৭। ১৭টি শতরান রয়েছে তাঁর। আর ২৩ রান করলে দশম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ছয় হাজার রান হবে তাঁর। এই কৃতিত্বের তালিকায় রয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর, কোহলী, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিং ধোনি, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, রোহিত শর্মা, যুবরাজ সিং এবং বীরেন্দ্র শাহবাগ।

চেলসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এসি মিলানে জিরুদ

চেলসির জার্সি পরে সাড়ে তিন বছরের পথচলায় পেয়েছেন দারুণ কিছু সাফল্য। বিদায়বেলায় সেই সব বিশেষ মুহূর্তের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন ঠিকানায় পাড়ি জমালেন অলিভিয়ে জিরুদ। এসি মিলানে যোগ দিয়েছেন ফরাসি এই স্ট্রাইকার। শনিবার পৃথক বিবৃতিতে উভয় ক্লাব জিরুদের দল বদলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। কোনো পক্ষ থেকেই ট্রান্সফার ফি ও চুক্তির মেয়াদ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবর, জিরুদকে কিনতে ১০ লাখ ইউরো গুণতে হচ্ছে মিলানকে। আর সেরি আর ক্লাবটির সঙ্গে তিনি দুই বছরের চুক্তি করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আর্সেনাল থেকে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চেলসির হয়ে ১১৯ ম্যাচে ৩৯ গোল করেন ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এই সময়ে দলটির হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, ইউরোপা লিগ ও এফএ কাপ।বিদায় বেলায় টুইটারে সাবেক ক্লাবে নিজের সুন্দর সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন জিরুদ। নতুন উদ্যমে নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রত্যয় ফরাসি ফরোয়ার্ডের কণ্ঠে।"সব ব্লুজদেরকে (চেলসির ডাকনাম), আমার সতীর্থ ও সব কোচ, পুরো ক্লাবকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ মুহূর্তগুলোর জন্য।" "আমি নির্ভার ও খুশি মনে নতুন একটি পথচলা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের এফএ কাপ, ইউরোপা লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের মুহূর্তগুলো ছিল চমৎকার।"গত জুনের শুরুতে জিরুদের সঙ্গে এক বছর মেয়াদে নতুন চুক্তি করেছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পরের মাসেই নতুন ঠিকানা বেছে নিলেন তিনি। ক্লাবটিতে টিমো ভেরনার ও কাই হার্ভার্টজ যোগ দেওয়ার পর খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছিলেন না জিরুদ। গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে মাত্র আটটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পান।ফ্রান্সের হয়ে ইউরোপের চ্যাম্পিয়নশিপেও সময়টা খুব ভালো যায়নি তার। শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কোনো ম্যাচেই শুরুর একাদশে জায়গা পাননি জিরুদ।গত মৌসুমের সেরি আয় দুইয়ে থেকে শেষ করে এসি মিলান। আগামী ২২ আগস্ট সাম্পদোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২১-২২ মৌসুম শুরু করবে তারা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

করোনা উইকেন্ড কারফিউ লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শনিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর জন্য আমরা গর্বিত বললেন প্রেস ক্লাব সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। পুলিতার সম্মানে ভূষিত চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর মৃত্যুতে আজ আগরতলায় চিত্র সাংবাদিকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আফগানিস্তানের কান্দাহারে সংঘর্ষের ছবি সংগ্রহে গিয়ে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ওই বলিদান দেশবাসীকে গর্বিত করেছে বলে মন্তব্য করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার। তাঁর কথায়, পেশাগত দায়িত্ব পালনে শহীদের মৃত্যু সাংবাদিক হিসেবে আমরাও গর্ব অনুভব করছি।

আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে চিত্র সাংবাদিকরা প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর ছবিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকারও। তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য গর্বের। কারণ, পেশাগত দায়িত্ব পালনে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন দানিশ সিদ্দিকী। তাঁর অভাব অপূরণীয়।

প্রণব বাবু বলেন, আমার বিশ্বাস সারা ত্রিপুরা সহ গোটা দেশ দানিশ সিদ্দিকিকে নিয়ে গর্ব অনুভব করছে। আমরা তাঁর এই ত্যাগ কখনই ভুলব না। তাঁর দাবি, একজনের সাংবাদিকের খুন হওয়ার যন্ত্রনা আমরাও অনুভব করতে পারি। কারণ, আমরা শান্তনু ও সুদীপকে হারিয়েছে। ত্রিপুরার ওই দুই সাংবাদিক খুন হয়েছিলেন। তাই, প্রয়াত দানিশ সিদ্দিকীর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

তেলিয়ামুড়ায় বন্য হাতির তান্ডব, বাড় ঘর ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া ডিএম কলোনি পাড়ার গতকাল রাতে বন্যহাতির তাণ্ডবে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বন্য হাতির দল ৬ টি বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে এবং প্রচুর ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছেন এলাকার মানুষজন।

বন্য দাতালের আক্রমণ যেন কোনো ভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় প্রায় প্রত্যেক দিন বন্য দাতালের আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।প্রতি রাতেই কোথাও না কোথাও দাঁতালের তাণ্ডবের শিকার হচ্ছে ঘর-বাড়ি;ফসল ইত্যাদি। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর, বনদপ্তরের এ.ডি.এস টিম, ও গ্রামীণ এলাকার ভলান্টিয়াররা হাতি তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত থাকলেও হাতির আক্রমণ যেন কোনোভাবেই আটকানো সম্ভবপর হচ্ছে না।

শুক্রবার রাতেও বন্য দাতালের দল আক্রমণ চালায়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে ডি.এম কলোনী পাড়া এলাকায়।

খবরে জানা যায়, শুক্রবার রাতভর দাতালের দল তান্ডব চালায় ডি.এম কলোনি পাড়া এলাকায়। হাতির দলের আক্রমণে এলাকার বহু বাড়ি-ঘর ও ক্ষেতের ফসল সহ প্রচুর ক্ষতি হয়। এলাকাবাসীদের বুদ্ধিমত্তার কারণে এবং হাতি তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতার কারণে গ্রামের কোনো মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয় নি। ঘটনার খবর পেয়ে, রাতেই তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা এলাকায় ছুটে যায়। শনিবার বনদপ্তরের একটি প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শনে যান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সরোজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজখবর নেন।

শান্তিরবাজারে করোনা কারাফিউ মানা হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ জুলাই।। উইকেন্ড কারফিউর আদ্ব শ্রাদ্ধ ঘটলো শান্তির বাজার মহকুমায়। মহকুমা প্রসাশনের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে কোনো হেলদোল নেই। স্বাভাবিক কারণেই করোনা রুখতে উইকেন্ড কারফিউ জারি করার যৌক্তিকতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে রাজ্যসরকার প্রতিনিয় নানান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভাইরাস থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার সকাল ৫ টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত উইকেন্ড কারফিউর ঘোষনা করা হয়েছে। উইকেন্ড কারফিউর প্রথম সাপ্তাহে শান্তির বাজার মহকুমা জুরে সব দোকানপাট, যান চলাচল ছিলো বন্ধ। আজ দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমদিনে শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন বাজারে ব্যতিক্রমী চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। শনিবার শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া বাজার ও মনপাথর বাজারে সাপ্তাহিক বাজারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হারে লোকসমাগম ঘটে। উইকেন্ড কারফিউর দিনে বাজারে সব্জী, মাছ, মাংস, মিষ্টি দোকান ও ফল দোকান খোলা রাখার পাশাপাশি সব কয়টি বাজারে মুদি দোকান থেকে শুরু করে অন্যান্য দোকানগুলি অর্ধ শাটার করে ব্যবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সব কয়টি দোকানের সামনে দোকানের মালিক বসে থাকে। ক্রেতারা আসলে দোকান খুলে দরজা বন্ধ করে অনাহাসে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বাজারে আগত ক্রেতা বিক্রেতারা মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা ছাড়াই চলাফেরা করেছে। এমনটাই চিত্র লক্ষ্য করা গেলো শনিবার দিনভর। বাইখোড়া বাজারে ও মনপাথর বাজারে সাপ্তাহিক বাজারবারকে কেন্দ্র করে ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটে।অপরদিকে বাজারে যানচলাচল ছিলো অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বাভাবিক। শান্তির বাজার শহরেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বাজারের এই অবস্থা দেখেও মহকুমা প্রসাশন থেকে শুরু করে আরক্ষা প্রসাশনের লোকজনেরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। মহকুমা প্রসাশনের এধরনের ভূমিকায় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে সচেতন মহলে। প্রশাসনের আশকারা পেয়ে এ ধরনের কাজকর্ম চলছে বলে অভিযোগ। এভাবে অবাধে করোনা বিধি অমান্য করা হলে করোনা সংক্রমণ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

উদয়পুরে এক কিশোরের বাইসাইকেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোস্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুলাই।। একেই বলে দিনে ডাকাতি। গতকাল রাধাকিশোর পুর থানার নাকের ডগায় ছোট্ট শিশু কুদ্দুসের বাইসাইকেল চুরি হয়ে যায়। তারপর ছোট শিশুটি সাইকেল ফেরৎ পাওয়ার জন্য কাঁদতে কাঁদতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে রাধাকিশোরপুর থানায় জি ডি এন্টি করে। এরপর স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিক চ্যানেলের ফেস বুক পেজে বাইসাইকেল চুরির ঘটনাটি কুদ্দুসের ছবি সহ স্যোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই ছেলেটিকে সাহায্যেরঃ আশ্বাস দেন।ওয়ান মোর্চা ওয়ান বুথ টুয়েন্টি ইয়ুথ রাজ্য কমিটির ইনচার্জ অজিত পোদ্দার বিভিন্ন জনের থেকে খোঁজ করেন যোগাযোগ করে ওই কুদ্দুসের পরিবারের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে ফোনে কুদ্দুসের সাথে কথা বলেন , এবং ছোট্ট শিশু কুদ্দুসকে বাই সাইকেল কিনার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কুদ্দুসের বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ও অন্যান্য সমস্যা থাকলেও উনি ওকে সাধ্যমত সাহায্য দিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই রকম হাজারো জনগন বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুদ্দুস রাধাকিশোরপুর থানার সামনে বসে সব্জি বিক্রি করতো। সে স্থানীয় নবম শ্রেণীতে পাঠরত।

বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগের কোন ব্যাবস্থা এতদিন ছিলোনা। রাধাকিশোরপুর থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই সাইকেল চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং এখনো অব্দি সাইকেল না পাওয়ায় জনমনে আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা ছড়িয়ে পড়ে।কারন গত সোমবার উদয়পুর মাতাবাড়ি সহ সংশ্লিষ্ঠ মহলে বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কদমতলায় একসাথে তিন সন্তানের জন্ম দিলেন এক মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ জুলাই।। কুদরত কা করিশ্মা।একি সাথে তিন সন্তানের জন্ম দিলেন মা। বর্তমানে মা সহ দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান সুস্থ রয়েছেন। প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।ঘটনা কদমতলা ব্লকাধীন বাঘন এলাকায়। প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন বাঘন গ্রামের ছালিক উদ্দিনের বছর সাতাশের স্ত্রী নাজমা বেগম অন্তঃসত্ত্বা অবসায় প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।এমতাবস্থায় তার স্বামী বাড়িতে না থাকায় তার আত্মীয় পরিজনরা গতকাল রাত ২ টা ৪৫ মিনিটের সময় চুরাইবাড়ি স্থিত শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান।

তখন প্রায় প্রসব যন্ত্রণার অন্তিম সময়।শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথ ছিলেন কর্তব্যরত অবস্থায়।তখন স্বল্প পরিকাঠামো ও স্বল্প চিকিৎসাকর্মী থাকা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাস,মনোবল ও উনার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার সুকৌশলে ২ টা ৫৫ মিনিটে প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তারপর ৩ টা ১২মিনিটে কন্যা সন্তান এবং ৩ টা ২২ মিনিটে অপর আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। যেহেতু শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সুতরাং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামো না থাকায় জেলা আদালতে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় মা ও তিন শিশু নবজাতকে স্থানান্তরিত করেন। এদিকে কম বয়সী অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথ জানান, গর্ভবতী মহিলাকে যখন তার আত্মীয় পরিজনরা শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে আসেন তখন তাদের কাছে কোন ধরনের টেস্টের রিপোর্ট ছিল না। অন্তিম সময় দেখে তিনি ও তার বাকি তিনজন স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তিন তিনটে ফুটফুটে শিশুর জন্ম দেন।

যদিও উনার চিকিৎসকের কর্মজীবনে তিনটি শিশুর একি সাথে জন্ম হতে উনি দেখেননি। জন্মের পর তিনটি শিশু স্বাভাবিকভাবে কান্নাকাটি করছিল। তবে একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর জন্মের পর আড়াই কেজি ওজন হতে হয়। কিন্তু এই তিনটি শিশুর ওজন এক কেজি করে ছিলো। উন্নত চিকিৎসা ও আইসিইউ তে রাখলে তিনটি শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাই তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত মা ও নবজাতক শিশু তিনটি সুস্থ রয়েছে। অপরদিকে বয়সে নবীন চিকিৎসকের এমন একাগ্রতা,সুকৌশল ও অভিজ্ঞতায় গোটা উত্তর জেলা জুড়ে সাধারণ জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছেন চিকিৎসক বিশ্ববন্ধু দেবনাথ।

আগরতলায় বিভিন্ন জায়গায় বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। মহেশখলা, প্রতাপগড়, বসাক পাড়া, মহারাজগঞ্জ বাজারসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর বিলেতি ও দেশি মদ উদ্ধার করেছে মহারাজগঞ্জ ফাড়ির পুলিশ। দুই মদ বিক্রেতাকে আটক করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ ও মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, উইকেন্ড কারফিউ চলাকালে বিভিন্ন স্থানে মাতালদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। তাতে রীতিমতো অতিষ্ঠ পুলিশ।মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের পুলিশ প্রতাপগড় বাজার ও মহেশখোলা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলাতী মদ উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তারা হল সজল দেবনাথ ও রাকেশ বসাক। মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর ওসি মঙ্গেস পাটারি জানিয়েছেন, এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারসহ আশপাশ এলাকা দেশি ও বিলিতি মদের অবৈধ বার এলাকায় পরিণত হয়েছে। পুলিশের জ্ঞাতসারেই দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে বলেও অভিযোগ। পুলিশ নিজেদের দায় এড়ানোর লক্ষ্যে মাঝেমধ্যে নামকাওয়াস্তে এ ধরনের অভিযান চালায় বলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুলাই।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে বড়োসড়ো সাফল্য পেলো বিশালগড় থানার পুলিশ। শনিবার সারা রাজ্যের সাথে বিশালগড় থানার পুলিশ ও এন্টি নারকোটিকস এর যৌথ অভিযানে বের হয়। অভিযানে ছিলেন বিশালগড়ের এসডিপিও তাপস কান্তি পাল, বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা, সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। বিশালগড় থানার অন্তর্গত চেলিখলা, রাঙ্গাপানিয়া, সহ আশপাশ এলাকার একাধিক গাঁজা বাগানে অভিযান চালায় পুলিশ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা জানান, রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে এন ডি পি এস এর উপর পুলিশের একটি অভিযান চলছে। এরই অংশ হিসেবে বিশালগড় থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এদিনের এই অভিযানে প্রায় ২২ টি ভিটি থেকে ৭০ হাজার গাঁজার চারা ধ্বংস করে পুলিশ। আগামী দিনেও এই অভিযান জারি থাকবে বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা। এদিনের এই অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। যদি রাঘব বোয়ালদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা না নেওয়া হয় তাহলে এই গাঁজার চাষ কোনভাবেই কমানো সম্ভব হবে না।

চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে যানবাহনের চালকদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ জুলাই।। চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে যানবাহনের চালকদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি উঠেছে। অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর চুড়াইবাড়ি গেট সফরের পর থেকেই হয়রানির শিকার লরি চালকরা।অনিয়ম ও জোচ্চুরি দূর করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গত কিছুদিন আগে চুড়াইবাড়ি চেকপোষ্ট স্থাপন করেন। আর তাতেই বিপত্তি। অভিযোগ উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর থেকে লরি চালকদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।কোন কোন চালক রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। নিয়ম কানুনের অজুহাতে যেসব হয়রানি করা হচ্ছে তা বন্ধ করে সুষ্ঠ সমাধানের দাবি জানিয়েছেন লরি চালকরা।

উল্লেখ্য গত ৯ জুন চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে ঝটিকা সফর করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। টানা তিন ঘণ্টা ঝটিকা সফরে অনেক অনিয়ম মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে লরি গুলিকে ওজন করে রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। হোক খালি অথবা লোড। সবার ক্ষেত্রে নিয়ম প্রযোজ্য হবে।বাইক অথবা যাত্রীবাহী গাড়ি, বহি রাজ্য থেকে আসা বেরিয়ে যাওয়া খালি ও লোড গাড়ি সম্পূর্ণ বৈধভাবে ছাড়পত্র দিয়ে রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবে। তারপর থেকেই শুরু হয় চালকদের চরম হয়রানি। হয়রানির শিকার হন যাত্রীরাও। দেখা দেয় চালক ও যাত্রীদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ। কিছুদিন আগেও অনির্দিষ্টকালের জন্য চাকা জ্যাম করে বসেছিল এলপিজির বুলেটে গাড়ির চালকরা। তাদের দাবি পূর্বের ন্যায় তারা রাজ্যে প্রবেশ করবে ,অন্যথায় তাদের চরম হয়রানির শিকার হতে হয়।

এক দুদিন চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে গাড়ির লাইনেই অপেক্ষা করতে হতো তাদের। যদিও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরে তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুব্ধ বুলেট চালকদের মানভঞ্জন করানো হয়। রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী লরি চালকরা রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে চরম হয়রানির অভিযোগ এনে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর চুরাইবাড়িতে এসে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য লরি চালকদের পেটে লাথি মেরেছেন।রাজ্য সরকার রাজস্ব পাক তাতে চালকদের কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু প্রথমত দুটি কাটা বিকল হওয়াতে একটি কাটা দিয়ে পরিমাপ করে রাজ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে লাগছে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। একদিকে করোনা আর অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নিত্য নতুন আইনে চালকদের পরিবার প্রতিপালন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।চালকদের আরো অভিযোগ,মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর থেকে নিত্য নতুন নিয়ম কানুনের দরুন চালকরা আজ নাজেহাল।অনেক চালকরা আর ত্রিপুরায় আসবেন না বলেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। চালকদের অভিযোগ,ত্রিপুরা রাজ্যের মত পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমেও বিজেপি দল সরকার চালাচ্ছে।কিন্তু সেখানে তো একশো শতাংশ মোটর ভেহিকেলের আইন লাগু করা হয়নি।তাহলে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে তা কেন? প্রশ্ন সকল চালকদের মনে। চালকদের বক্তব্য, পরিবহন দপ্তর শুধু হাই লোড, ব্যাক লোড,ওভারলোড ও গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বকেয়ার উপর জরিমানা করতে পারে। চালকরা লরি নিয়ে অনায়াসেই রাজ্যে প্রবেশ করার কথা।

কিন্তু তা আর হচ্ছে কোথায়। তাই এই সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানের দাবি তুলেছেন লরিচালকরা।অন্যতায় যাত্রী ও পণ্যবাহী লরি চালকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য চাক্কা জ্যাম করতে বাধ্য হবেন। এখন দেখার বিষয় চুরাইবাড়ি গেইটের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কতটুকু মানবিক দৃষ্টি পড়ে।নাকি আইনের বেড়াজালে সাধারণ লরি চালকরা তাদের পেশা থেকে হারিয়ে যায়।

চুরাইবাড়ি চেকপোষ্টে হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে শনিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় অন্যান্য যানবাহনে চালকরা।

কদমতলা পুলিশে নেশা বিরোধী অভিযানে আটক দুই মদ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ জুলাই।। কদমতলা পুলিশে নেশা বিরোধী অভিযানে আটক দুই মদ ব্যাবসায়ী সহ উদ্ধার বিপুল পরিমাণ দেশি মদ।ধৃতরা হল সঞ্জয় দাস ও রাজু দাস। আগামীকাল ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,আজ গোটা রাজ্য ব্যাপি নেশা বিরোধী অভিযানে নামে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তর।তার সাথে উত্তর জেলার কদমতলা থানার পুলিশও নেশা বিরোধী অভিযানে চালায়।আজ রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বাঘন গ্রামে হানা দিয়ে প্রায় ২৫ লিটারের অধিক দেশি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় কদমতলা থানার পুলিশ।সাথে আটক করা হয় দুজন দেশি মদের ব্যবসায়ী।ধৃতরা হল সঞ্জয় দাস(৩৭) পিতা মৃত রমন দাস ও রাজু দাস (৫৫) পিতা মৃত কৃষ্ণ চরণ দাস। উভয়ের ঘর বাঘনগ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডে। বর্তমানে বিপুল পরিমাণ দেশী মদসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী কদমতলা থানার হেফাজতে রয়েছে।আগামীকাল ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ।

কোরবানির গবাদী পশু কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে নিয়ে যেতে বিএসএফের বাধা দেয়ার ঘটনায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ জুলাই।। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর গত,বক্সনগর ব্লকের মতিনগর সীমান্ত বর্তী গ্রাম ইউ এন সি নগর,যা তাঁর কাটার ওপারে অবস্থিত।এই গ্রামে পঁয়ত্রিশ সংখ্যালঘু পরিবারের বসবাস।আগামী২১ শে জুলাই মুসলমানদের পবিত্র ঈদ উৎসব।এই ঈদুলযহা কে কেন্দ্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা কোরবানির জন্য গরু ক্রয় এবং বিভিন্ন ধরনের পশু ও বিক্রি শুরু করেছেন।হাতে গোনা আর মাএ কয়েক দিন বাকি।করোনা মহামারির প্রকো থাকা স্বত্তে ও ঈদের প্রস্তুতি তুঙে।সীমান্তের ওপারে থাকা সংখ্যা লগু লোকজন বড়ই বেকায়দায় এবং সমস্যা পড়েছে তাঁর কাটা বেড়ার ওপারের লোকজন।তাদের অভিযোগ ৩৫পরিবার কে কেমন করে প্রশাসন ৫টি গরু সীমান্তে র ওপারের লোকজনদের কোরবানির জন্য অনুমতি দেন।বি এস এফ ২১৬ নং ঘেইট দিয়ে পাঁচ টি গরুর বেশি নিতে দিচ্ছেনা এত গুলো পরিবারের মধ্যে পাঁচ টি গরু দিয়ে কিভাবে কোরবানি দিবেন তা নিয়ে ই এখন বড়ই সমস্যা র মধ্যে জীবন যাপন চলছে।বি এস এস এফ কেম্প এমনকি স্থানিয় প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে ও কনোরকম সুরাহা করতে পারিনি। অবশেষে বাধ্য হয়ে মহকুমা প্রশাসকের দারস্থ হয়ে ছেন এই সংখ্যা লগু পরিবার গুলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য এস ডি এম সাহেবের সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি।হাতে সময় নেই গরু বাজার ও কমে গেছে থাকলে ও অনুমতি না পাওয়া গেলে কিভাবে কোরবানির গরু ক্রয় করবেন। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন তাদের ঈদ করার সুযোগ দেয় কি না।

পুলিতার সম্মানে ভূষিত চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকীর মৃত্যুতে আজ আগরতলায় চিত্র সাংবাদিকরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।